

HSC 2025



GAMECHANGER!

ফাইনাল প্রিপারেশন কোর্স ২০২৫

আলিবার্ড অফারে

কোর্স এনরোল করতে নিচের লিংকে ভিজিট করো

userweb.utkorsho.org

অথবা কল করো

+88 09613 715 715



বাংলা-সহপাঠ

লেকচার-১৬

লালসালু





→ ଆତୁମିଳ
 ଜନ୍ମ → ଟ୍ରେଡିଶାମ୍
 ଦିଲ୍ଲିମି → ନେଯାଥାନୀ
 → ମ୍ରା → ମାଧ୍ୟା ହାତ
 ଶଖ ଫେର୍ମ୍‌ଲ = ପ୍ରାବିଲେ 
 { ମୃତ୍ୟୁର୍ବିହ୍ୟ }

ଲାଲସାଲୁ ୭

{ ନେଯାଥାନୀ }

{ ଜନ୍ମ }
 ୧୯୨୨
 { ମାଧ୍ୟା + ର୍ୟାଫ୍ଲ୍ସ }

— ସୈଯାଦ ଓୟାଲିଡ଼ାହୁ



- ନାଟକ
- ① ଦେଖିଲୀଯ
 - ② ଚୁଣ୍ଡ ଝା

{ ଉପାୟ }

- ① ଚାନ୍ଦେ ଯେମାଥିମ୍ବ୍ୟ
- ② ନୟନଚାହା
- ③ କୀଳେ ନ୍ଦୀ କୀଳୋ
- ④ ଦୂଇ ତୀର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଗର୍ଜ ।
- ⑤ ଲାଲମାନ୍ତୁ

୨୧୭





ঔপন্যাসিক পরিচিতি



ব্যক্তিগত তথ্য

জন্ম : ১৯২২ সালে ১৫ই আগস্ট
জন্মস্থান : চট্টগ্রামের ঘোল শহরে
পিতৃনিবাসঃ নোয়াখালিতে
পিতা : সৈয়দ আহমদুল্লাহ
মৃত্যু : ১৯৭১ সালে

সাহিত্য কর্ম

- উপন্যাসঃ
- নয়নচারা
- দুই তীর ও অন্যান্য গল্প
- লালসালু
- চাঁদের অমাবস্যা
- কাঁদো নদী কাঁদো

নাটকঃ
বহিপীর
তরঙ্গভঙ্গ
উজানে মৃত্যু
সুড়ঙ্গ

পুরস্কার ও অবদান

ଶୋବେ ପାହାର୍ଥ ଓ ଶାଖି
 ମୟମନମିଂହ } } ଯାମାଜିତ ମୟମଯା ବନ୍ଦୀ }

ଶ୍ୟାମ ଜନବଳ ଏ ଅଞ୍ଚଲେର ବେରିଯେ ଶୁଭବାର ବ୍ୟାକୁଲତା ଧୋଯାଟେ ଆକାଶକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
 ଯେଣ ସଦାସନ୍ତ୍ରନ୍ତ କରେ ରାଖେ। ଘରେ କିଛୁ ନେଇ। ଭାଗାଭାଗି, ଲୁଟାଲୁଟି, ଆର ହାନବିଶେଷେ ଖୁନାଖୁନି କରେ
 ସର୍ବପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ବାଇରେ ପାନେ, ମନ୍ତ୍ର ନଦୀଟିର ଓପାରେ, ଜେଲାର ବାଇରେ-ପ୍ରଦେଶେରେ; ହୃଦୟ-ବା
 ଆରଓ ଦୂରେ। ଯାରା (ନଳି) ବାନିଯେ ଭେସେ ପଡ଼େ ତାଦେର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଗନ୍ତେ ଆଟକାଯ ନା। ଜୁଲାମରୀ ଆଶା; ଘରେ
 ହା-ଶୂନ୍ୟ ମୁଖ ଥୋବଡାନୋ ନିରାଶା ବଲେ ତାତେ ମାତ୍ରାତିରିକ୍ତ ପ୍ରଥରତା। ଦୂରେ ତାକିଯେ ଯାଦେର ଚୋଥେ
 ଆଶା ଜୁଲେ ତାଦେର ଆର ତର ସଯ ନା, ଦିନ-ମାନ-କ୍ଷଣେର ସବୁର ଫୌସିର ଶାମିଲ। ତାଇ ତାରା ଛୋଟେ,
 ଛୋଟେ।

ଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଲ ଥିକେ ଗଭିର ରାତେ ଯଥନ ଝିମଧରା ରେଲଗାଡ଼ି ସର୍ପିଲ ଗତିତେ ଏସେ ପୌଛୋୟ ଏ-ଦେଶେ
 ତଥନ ହଠାତ୍ ଆଗାଗୋଡ଼ା ତାର ଦୀର୍ଘ ଦେହେ ଝାକୁନି ଲାଗେ, ଝନବନ କରେ ଓଠେ ଲୋହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରାତେର
 ଅନ୍ଧକାରେ ଲକ୍ଷ୍ମନ ଜୁଲାନୋ ଘୁମନ୍ତ କତ ଷ୍ଟେଶନ ପେରିଯେ ଏସେ ଏହିଥାନେ ନିଦ୍ରାଚନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରେନଟିର ସମନ୍ତ ଚେତନା
 ଜେଗେ ସଜ୍ଜାରଙ୍କାଟା ହେଁ ଓଠେ। ତା ଛାଡ଼ା ଏଦେର ବହିମୁଖ ଉନ୍ନୁତା ଆଗ୍ନରେର ହଞ୍ଚାର ମତୋ ପୁଡ଼ିଯେ ଦେଯ
 ଦେହ।





গুরু

রেলগাড়ির খুপরিগুলো থেকে আচমকা জেগে-ওঠা যাত্রীরা কেউ-বা ভয় পেয়ে কেউ-বা
অপরিসীম কৌতুহলে মুখ বাঢ়ায়, দেখে আবছা-অন্ধকারে ছুটোছুটি করতে থাকা লোকদের।
কোথায় যাবে তারা? কিসের এত উন্নততা, কিসের এত অধীরতা? এ লাইনে যারা নতুন তারা
(চেয়ে চেয়ে দেখে) কিন্তু এরা ছোটে। ছোটে আর চিকার করে। গাড়ির এ-মাথা থেকে ও-মাথা।
এতগুলো খুপরির মধ্যে কোনটাতে চড়লে কপাল ফাটবে-তাই যেন খুঁজে দেখে। ইতিমধ্যে
আত্মায়-স্বজন, জানপছানের লোক হারিয়ে যায়। কারও জামা ছেঁড়ে, কারও টুপিটা অন্যের
পায়ের তলায় দুমড়ে যায়। কারও-বা আসল জিনিসটা, অর্থাৎ বদনাটা-যা না হলে বিদেশে এক
পা চলে না-কী করে আলগোছে হারিয়ে যায়। হারাবে না কেন? দেহটা গেলেই হয়-এমন একটা
মনোভাব নিয়ে ছুটোছুটি করলে হারাবেই তো। অনেকের অনেক সময় গলায় ঝোলানো
তাবিজের থোকাটা ছাড়া দেহে বিন্দুমাত্র বস্ত্র থাকে না শেষ পর্যন্ত। তারা অবশ্য বয়সে ছোকড়া
বয়স হলে এরা আর কিছু না হোক শক্ত করে গিরেটা দিতে শেখে। } আমন=বদনা }





অজগরের মতো দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্যের সীমা নেই। তার দেহ বন্ধন করে লোহালকড়ের
বাংকারে,

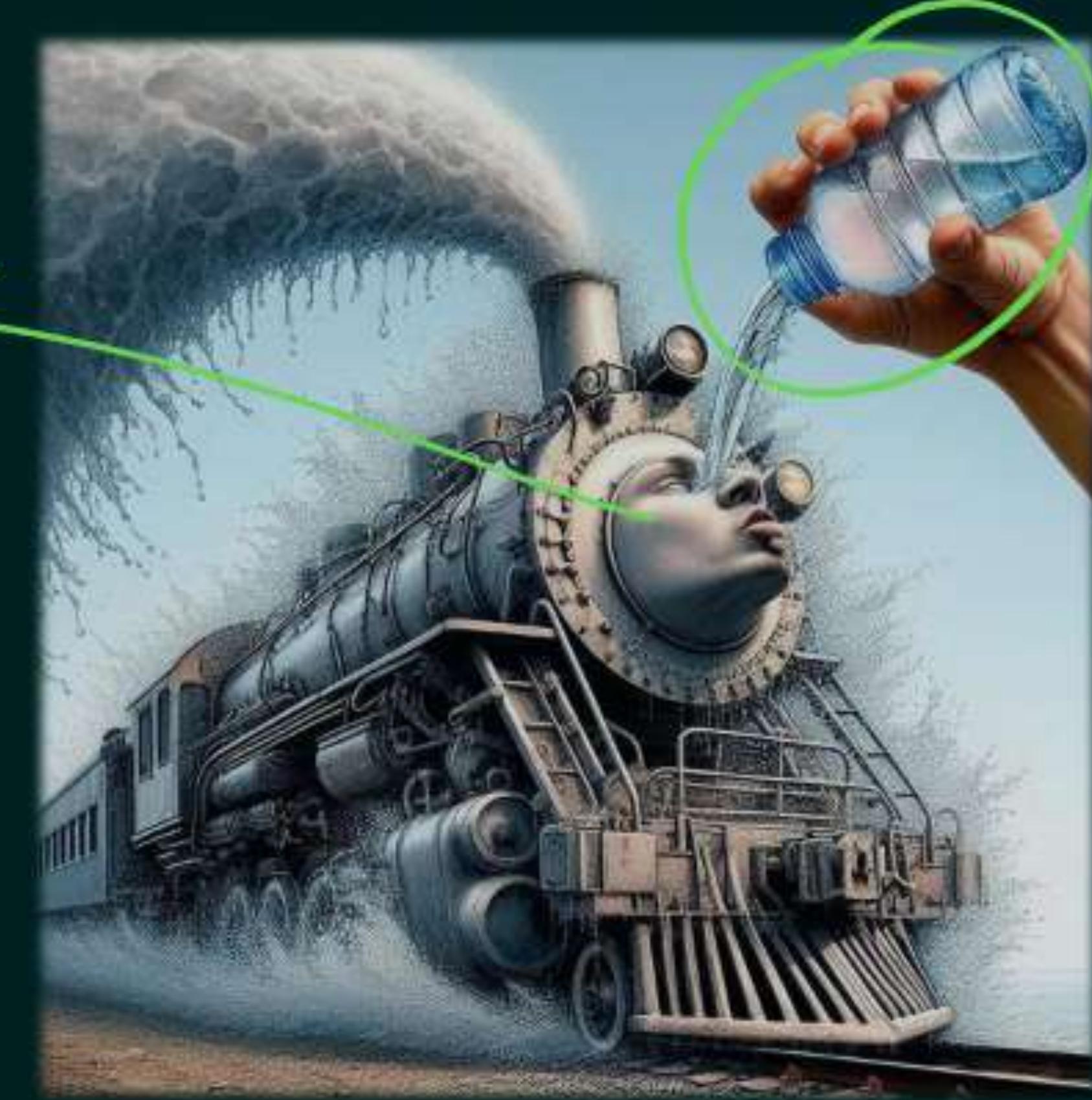
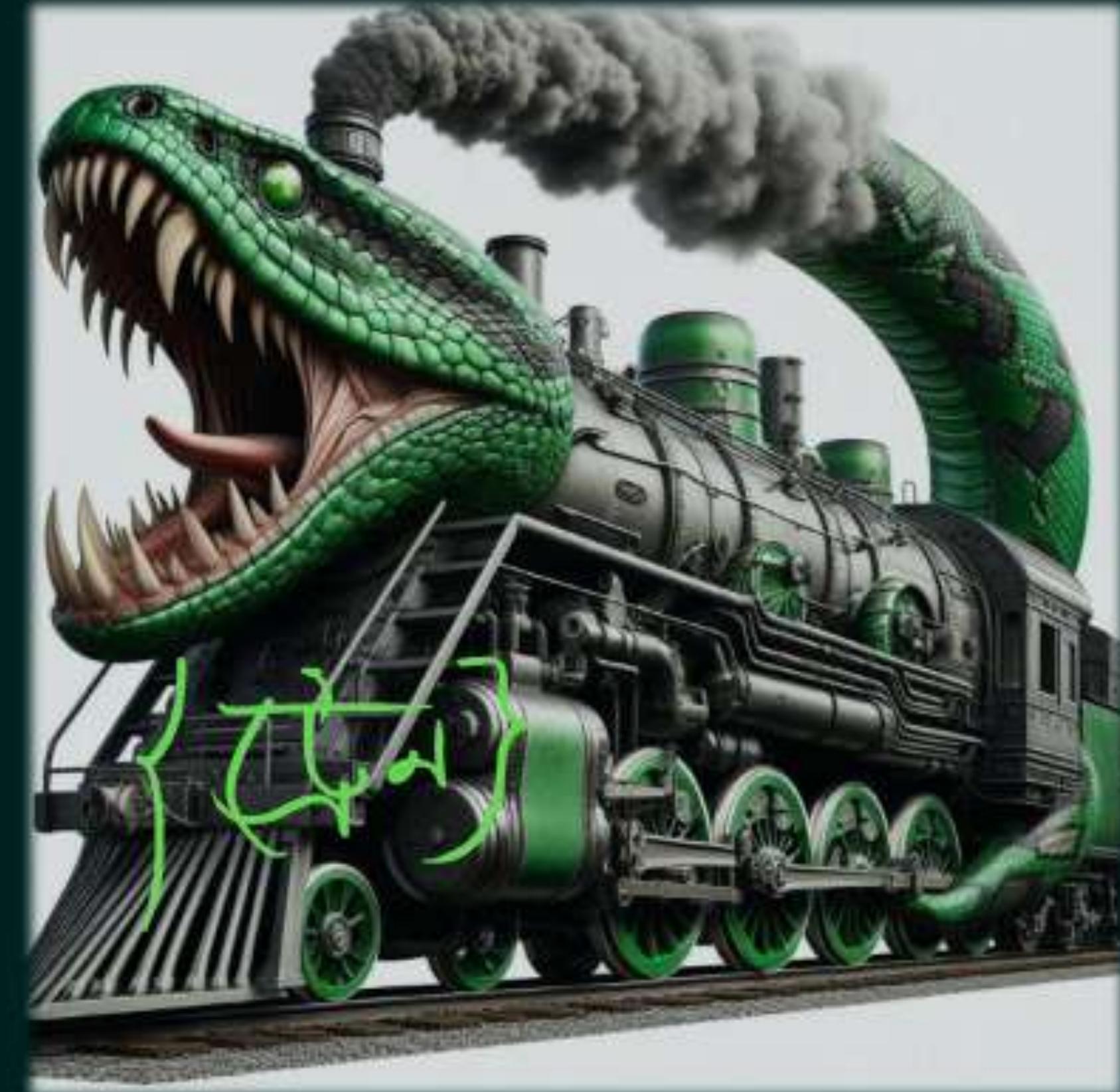
উত্তাপলাগা দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে, কিন্তু হঠাৎ ওঠে ছুটে পালায় না। দেহচ্যুত হয়ে অদূরে অস্পষ্ট
আলোয়।

ইঞ্জিনটা পানি খায়। পানি খায় ঠিক মানুষের মতোই আর অপেক্ষা করে। ধৈর্যের কাঁটা নড়ে না।
কেনই বা নড়বে? **নিশ্চিতি** রাতে যে-দেশে এসে পৌছেছে সে-দেশ এখন অঙ্কারে ঢাকা থাকলেও
সে জানে যে,

তাতে শস্য নেই। **বিরান মাঠ**, **সর-ভাঙ্গা পাড়** আর **বন্যা-ভাসানো ক্ষেত**। নদীগহরেও জমি কম
নেই।

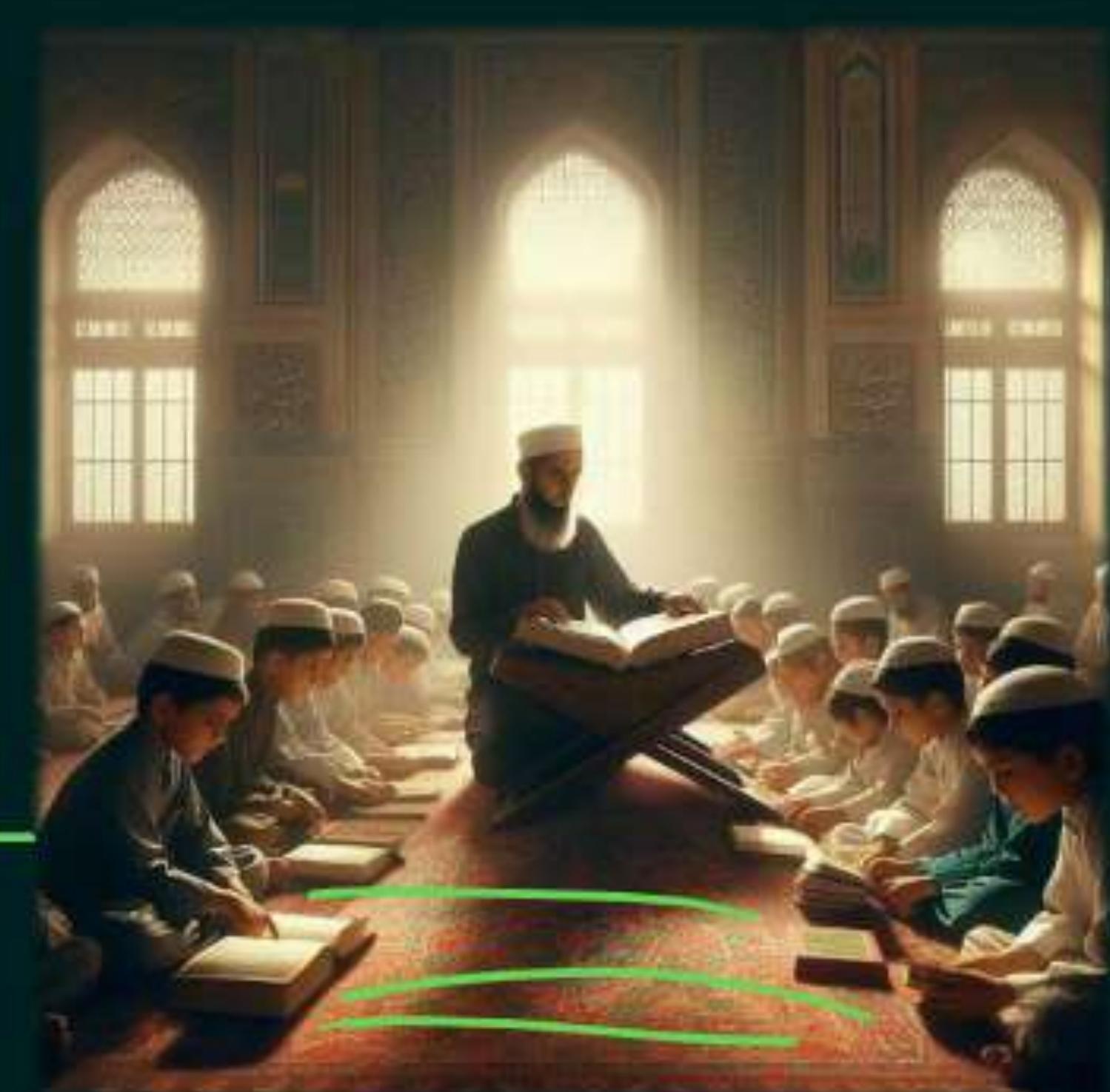
ক্ষেত্র \Rightarrow **সম্বন্ধ**

মুগ্ধ





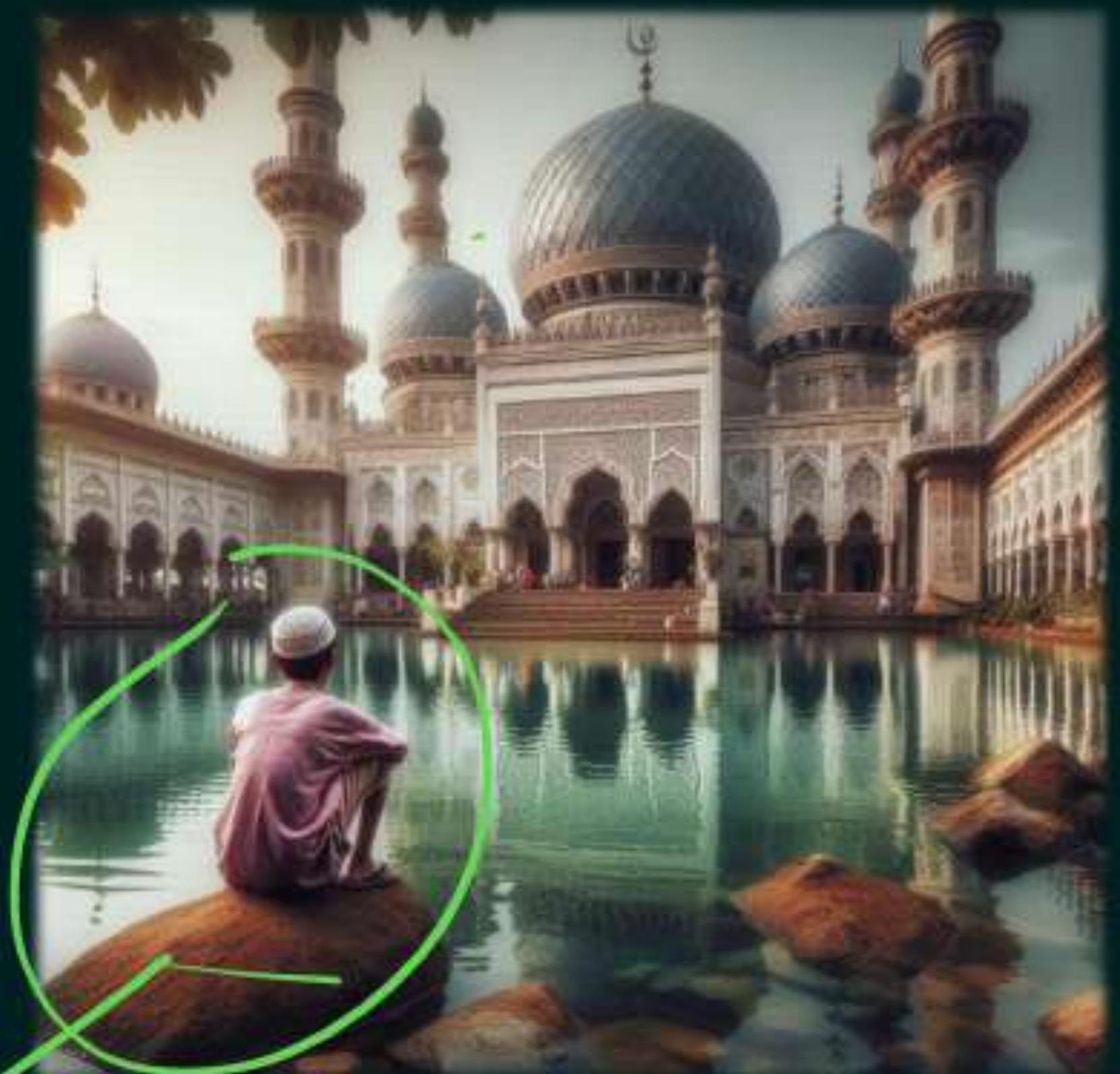
সত্য শস্য নেই যা আছে তা যৎসামান্য। (শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।)
 ভোর বেলায় অতি মন্তব্যে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতালার বিশেষ দেশ। ন্যাংটা
 ছেলেও অমসিপাড়া পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবির বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে সমন্বয়ে চেঁচিয়ে পড়ে।
 গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেজ করা সারা। সঙ্গে সঙ্গে মুখেও কেমন-একটা ভাব জাগে।
 হাফেজ তারা। বেহেশতে তাদের স্থান নির্দিষ্ট।
 কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য। শস্য যা-বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য।
 সেই হচ্ছে মুশকিল। এবং তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্ট ভাব
 ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন-একটা ভাব জাগে। শীর্ণদেহে নরম হয়ে
 ওঠে, আর স্বাভাবিক সরুগল। কেরাতের সময় মধু ছড়ালেও এদিকে দীনতায় আর অসহায়তায়
 ক্ষীণতর হয়ে ওঠে। তাতে দিন-কে-দিন ব্যথা-বেদন। আঁকিবুকি কাটে। শীগ। চিবুকের আশে-পাশে
 যে-কটা ফিকে দাঢ়ি অসংযত দৌর্বল্যে ঝুলে থাকে।





তাতে মাহাত্ম্য ফোটাতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না।
কেউ কেউ আরও আশা নিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ে। বিদেশে গিয়ে পোকায় খাওয়া মন্ত মন্ত
কেতাব খতম করে। কিন্তু কেতাবে যে বিদ্যে লেখা তা কোনো-এক বিগত যুগে চড়ায় পড়ে
আটকে গেছে। চড়া কেটে সে-বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান শ্রেতের সঙ্গে মিশিয়ে
দেবে এমন লোক আবার নেই। অতএব, কেতাবগুলোর বিচ্ছি অক্ষরগুলো দুরাত্ম কোনো এক
অতীতকালের অরণ্যে আর্তনাদ করে।

তরু আশা, কত আশা। খোদাতালার ওপর প্রগাঢ় ভরসা। দিন যায় অন্য এক রঙিন কল্পনায়। কিন্তু
ক্ষুধার্ত চোখ বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিসূখ-উদাসীন দুনিয়ার পানে চেয়ে চেয়ে আরও ক্ষয়ে আসে।
খোদার এলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শুন্য বলে। মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণ
পাথরের খণ্টার ওপর বসে শীতল পানিতে অজু বানায়, টুপিটা খুলে তার গহ্বরে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা
করে আবার পরে।



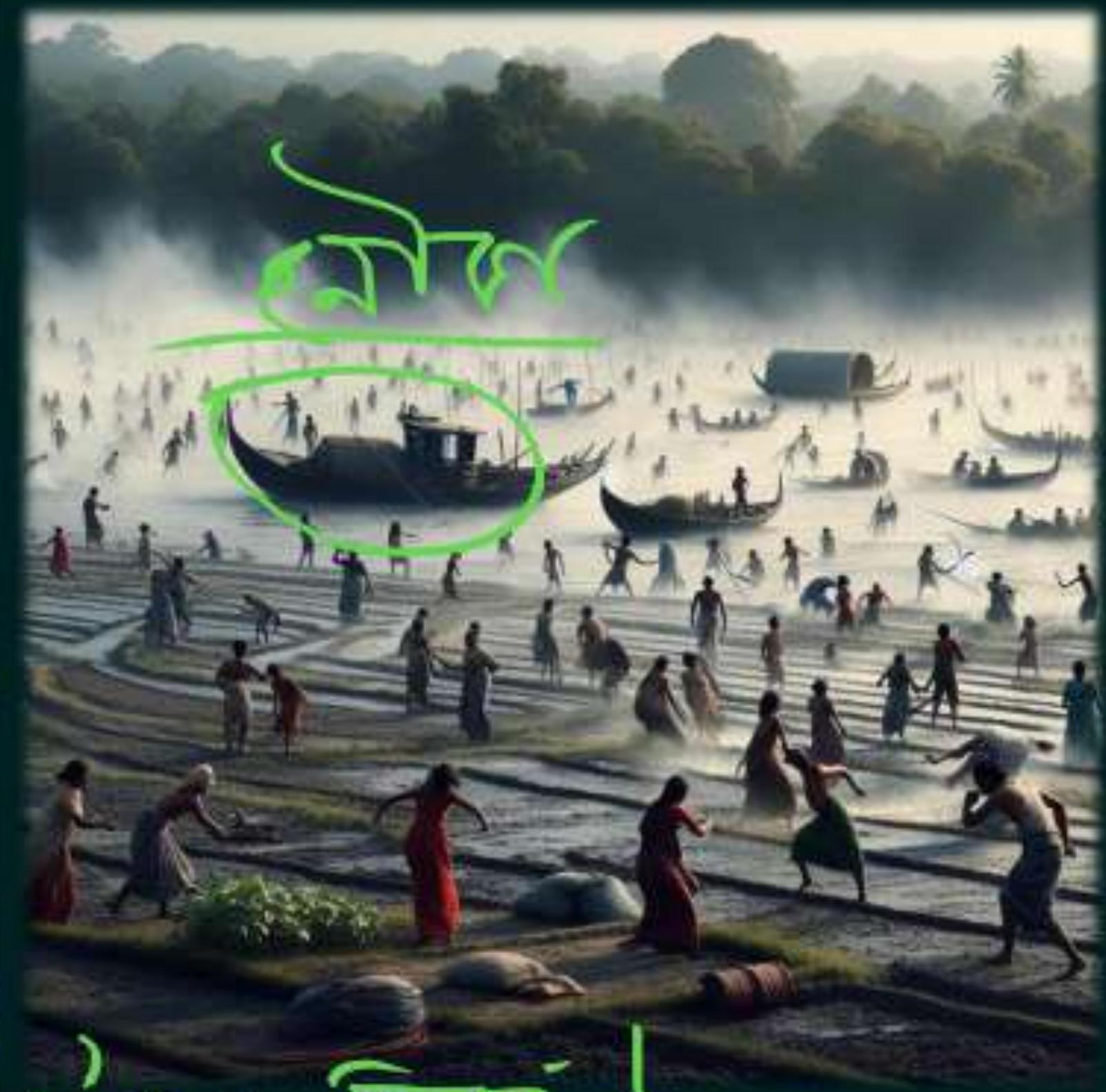
টোকে
জন্ম



কিন্তু শান্তি পায় না। মন থেকে খাবি খায়, দিগন্তে ঝলসানো রোদের পানে চেয়ে চোখ পুড়ে যায়।

এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবদলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার ম্যাশিনম্যান, টেনারিতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজিন। দেশময় কর্ত সহস্র মসজিদ। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলীর মসজিদ-এমন কি গ্রামে গ্রামে মসজিদগুলো পর্যন্ত আগে থেকে দখল হয়ে আছে। শেষে কেউ কেউ দূরদূরান্তে চলে যায়। হয়ত বাহে-মুলুকে নয়তো মনিদের দেশে। দূর দূর গ্রামে-যে গ্রামে পৌঁছুতে হলে, কত চড়া-পড়া শুষ্ক নদী পেরোতে হয়, মোষের গাড়িতে খড়ের গাদায় ঘুমোতে হয় কত রাত। গারো পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে কে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল- সেখানেও।

এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয়ত একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যান। বাইরে বিদেশি পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নতুন খোলস পরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান। সে এই দুর্গম অঞ্চলে মিহি কঢ়ের আজান শুনে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিকারের আশাও কিছু দমে যায়।



টেক্স টিপ্প }



বাশ্বৰ মস



{ মৌলিক }

পরে মৌলবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বনবাসে দিন কাটানোর ফলে লোকটার চোখেমুখে নিঃসঙ্গতার বন্য শূন্যতা।
-আপনার দোলতখানা?

শিকারি বলে।

-আপনার নাম?

নাম শুনে মৌলবির চোখ উজ্জুল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া মুহূর্তে খোদার দুনিয়া চোখের সামনে আলোকিত হয়ে ওঠে!

শিকারিও পাল্টা প্রশ্ন করে। বাড়ির কথা বলতে গিয়ে হঠাতে মৌলবির মনে স্মৃতি জাগে। কিন্তু সংযত হয়ে বলে, এধারের লোকদের মধ্যে খোদাতালার আলোর অভাব } লোকগুলো অশিক্ষিত কাফী { তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বলে না যে, দেশে শস্য নেই, দেশে নিরন্তর টানাটানি, মরার খরা।

(*) দূর জঙ্গলে বাঘ ডাকে) কুচিং কখনো হাতিও দাবড়ে কুঁদে নেমে আসে। কিন্তু দিনে পাঁচ সাতবার দীর্ঘ শালগাছ ছাড়িয়ে একটা ক্ষীণগলা জাগে-মৌলবির গলা। বুনো ভারী হাওয়ায় তার হাঙ্কা ক-গাছি দাঢ়ি ওড়ে এবং গভীর রাতে হয়ত চোখের কোণটা চকচক করে ওঠে বাড়ির ভিটেটার জন্যে।

{ বাধ }

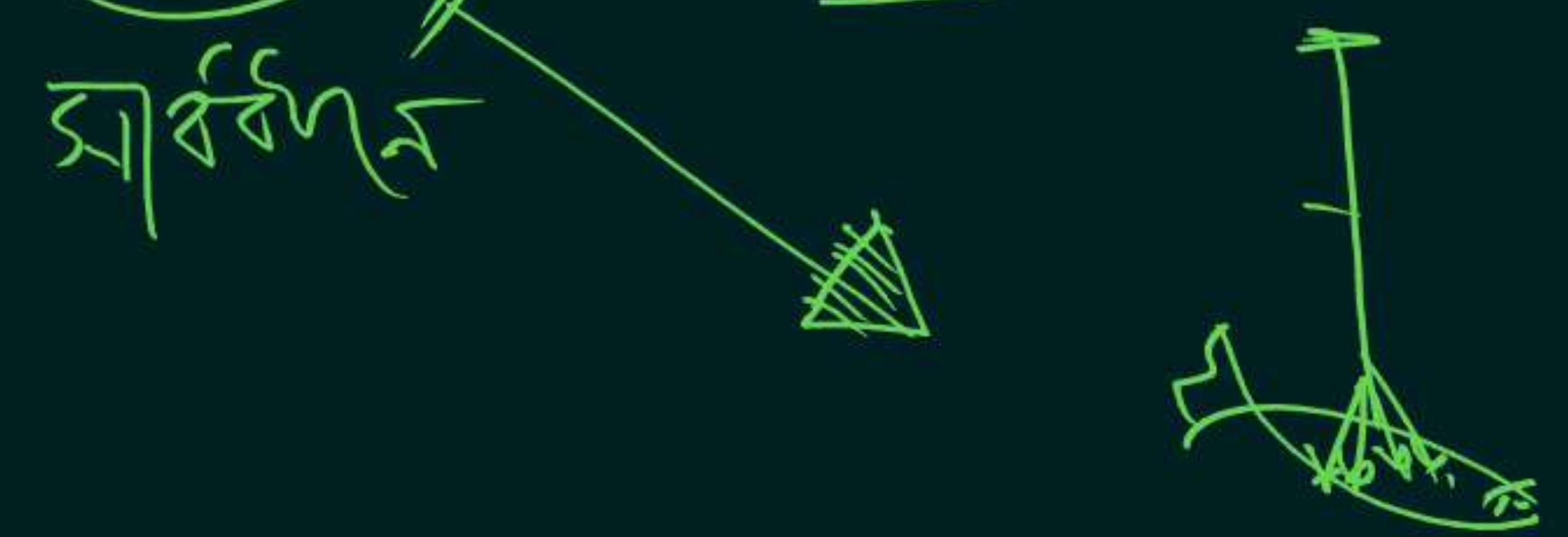


ଶ୍ରାବନ୍ → {ନିର୍ବିଜ ପତ୍ର}

କିନ୍ତୁ ସେଟା ଶିକାରିର କଳ୍ପନା ଆସ୍ତାନାୟ ଫିରେ ଏସେ ବନ୍ଦୁକେର ନଳ ସାଫ୍ କରତେ କରତେ ଶିକାରି କଳ୍ପନା କରେ ସେ-କଥା । ତବେ ନତୁନ ଏକ ଆଲୋର ଝଲକେ ମୌଳବିର ଚୋଖ ଯେ ଦୀପ୍ତ ହୁଁ ଓଠେ ସେ କଥା ଜାନେ ନା; ତାବତେও ପାରେ ନା ହୁଯାତ ।

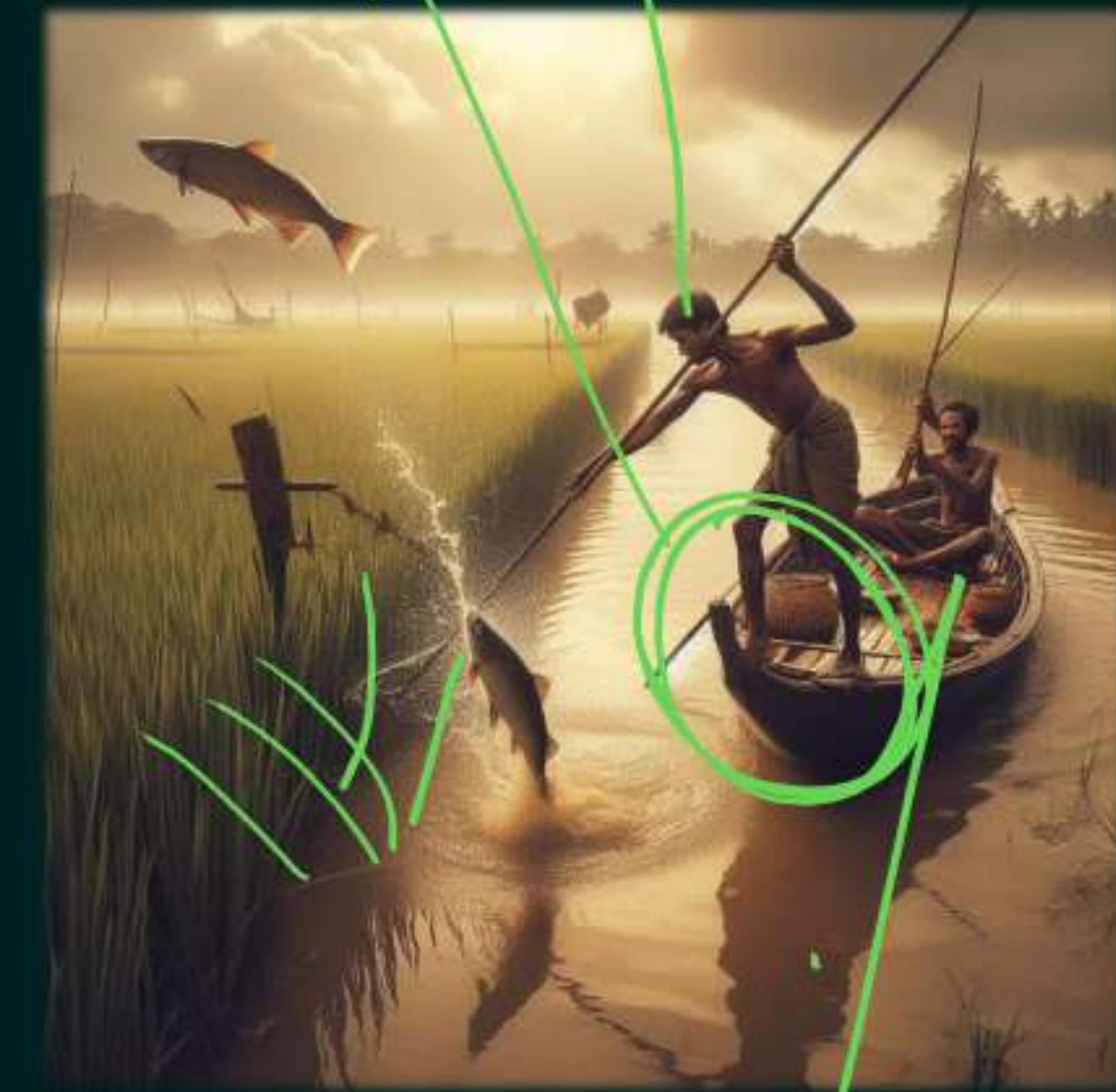
ଏକଦିନ ଶ୍ରାବନେର ଶେଷାଶେଷି ନିରାକ ପଡ଼େଛେ । ହାଓୟାଶ୍ଵନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାତାୟ- ମାଠପ୍ରାତର ଆର ବିନ୍ଦୁ ଧାନକ୍ଷେତ୍ର ନିଥିର, କୋଥାଓ ଏକଟୁ କମ୍ପନ ନେଇ । ଆକାଶେ ମେଘ ନେଇ । ତାମାଟେ ନୀଳାଭ ରଂ ଦିଗନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ହୁଏ ଆଛେ ।

ଏମନି ଦିନେ ଲୋକେରା ଧାନକ୍ଷେତ୍ର ନୌକା ନିଯେ ବେରୋଯ । ଡିଙ୍ଗିତେ ଦୁ-ଦୁଜନ କରେ, ସଙ୍ଗେ କୋଁଚ-ଜୁବି । ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଧାନ-କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଃଶବ୍ଦତା କୋଥାଓ ଏକଟା କାକ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ ଉଠିଲେ ମନେ ହୁଏ ଆକାଶଟା ବୁଝି ଚଟେଇ ମତୋ ଚିରେ ଗେଲ । ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣେ ଖାନେର ଫାଁକେ ଫାଁକେ ତାରା ନୌକା ଚାଲାଯ; ତେଉ ହୁଏ ନା, ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନା ।





ତାତ୍ତ୍ଵ



ମୈଦେତ

ଗଲୁହ-ଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ମତୋ ଦାଁଡିଯେ ଥାକେ ଏକଜନ- ଚୋଖେ ଧାରାଲୋ ଦୃଷ୍ଟି ଧାନେର ଫାଁକେ ଫାଁକେ ସାପେର ସର୍ପିଳ ସୁନ୍ଦରିଗତିତେ ସେ-ଦୃଷ୍ଟି ଏଁକେବେକେ ଚଲେ ।

ବିଶ୍ଵତ ଧାନକ୍ଷେତର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତେ ତାହେର-କାଦେରଙ୍ଗ ଆଛେ । ତାହେର ଦାଁଡିଯେ ସାମନେ- ଚୋଖେ ତାର ତେମନି ଶିକାରିର ସ୍ତରାଗ୍ରହ ଏକାଗ୍ରତା । ପେଚନେ ତେମନି ମୂର୍ତ୍ତିର ମତୋ ବସେ କାଦେର ଭାଇୟେର ଇଶାରାର ଅପେକ୍ଷାଯ ଥାକେ | ଦାଁଡ଼ ବାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଏମନ କୌଶଳେ ଯେ, ମନେ ହୟ ନିଚେ ପାନି ନଯ, ତୁଲୋ ।

ହୀତ ତାହେର ଈସ୍ତ କେଂପେ ଓଠେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଶକ୍ତ ହୟେ ଯାଯ । ସାମନେର ପାନେ ଚେଯେ ଥେକେଇ ପେଚନେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଦିଯେ ଇଶାରା କରେ । ସାମନେ, ବାଁଯେ । ଏକଟୁ ବାଁଯେ କ-ଟା ଶିଷ ନଡୁଛେ-ନିରାକପଢ଼ା ବିଶ୍ଵତ ଧାନକ୍ଷେତେ କେମନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖ୍ୟ ସେ-ନଢ଼ା । ଆରଙ୍ଗ ବାଁଯେ । ସାବଧାନ, ଆନ୍ତେ । ତାହେରେର ଆଙ୍ଗୁଳ ଅନ୍ତ୍ରତ କ୍ଷିପ୍ରତାୟ ଏସବ ନିର୍ଦେଶଇ ଦେଯ ତତକ୍ଷଣେ ସେ ପାଶ ଥେକେ ଆଲଗୋଛେ କୋଁଚଟା ତୁଲେ ନିଯେଛେ । ନିତେ ଏକଟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ହୟନି । ହୟନି ତାର ପ୍ରମାଣ, ଧାନେର ଶିଷ ଏଥିନୋ ଓଥାନେ ନଡୁଛେ । ତାରପର କରେକଟା ନିଃଶବ୍ଦ ଭାସିଲା, ସେଣ୍ଠିଲୋ ଥେମେ ଯାଯ । ଲୋକେରା ହିର ଦୃଷ୍ଟିତେ ତାକିଯେ ଥାକେ ଧନୁକେର ମତୋ ଟାନ-ହୟେ-ଓଠା ତାହେରେର କାଳୋ ଦେହଟିର ପାନେ । ତାରପର ଦେଖେ, ହୀତ ବିଦ୍ୟୁତ ଚମକେର ମତୋ ସେଇ କାଳୋ ଦେହେର ଉର୍ଧ୍ବାଂଶ କେଂପେ ଉଠଲ, ତୀରେର ମତୋ ବେରିଯେ ଗେଲ ଏକଟା କୋଁଚ ସା-ଝାକ ।



୨୦୨

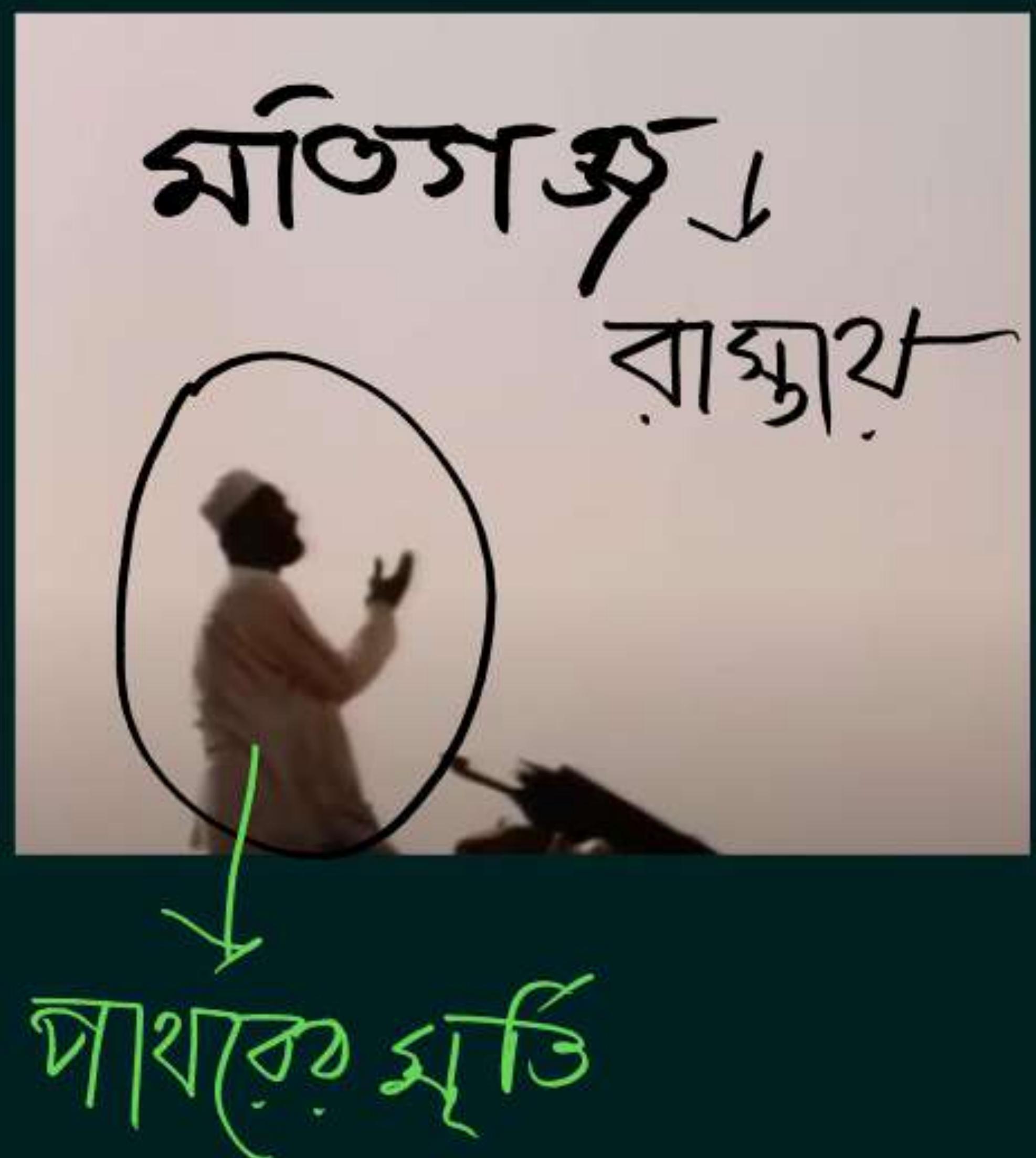
একটু পরে একটা **বহୁ ରୁହି** ମୁଖ ହା-କରେ ଭେସେ ଓଠେ ।

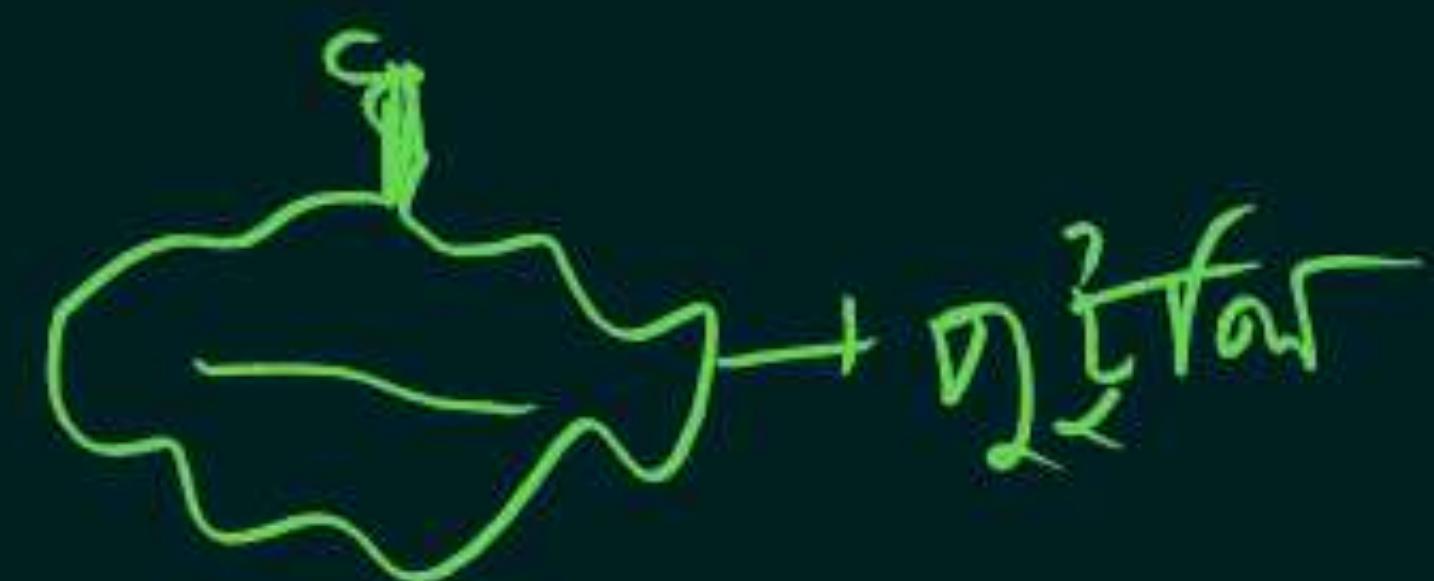
ଆବାର ନୌକା ଚଲେ । ଧୀରେ ଧୀରେ, ସନ୍ତପଣେ ।

ଏକସମୟ ସୁରତେ ସୁରତେ ତାହେରଦେର ନୌକା **ମତିଗଞ୍ଜେ** ସଡ଼କଟାର କାଛେ ଏସେ ପଡ଼େ । କାଦେର ପେଛନେ
ବସେ ତେମନି **ନିଷ୍ପଳକ** ଦୃଷ୍ଟିତେ ଚେଯେ **ଆଛେ** ତାହେରେ ପାନେ ତାର **ଆଙ୍ଗୁଲେର ଇଶାରାର ଜନ୍ୟ** । **ହଠାତ୍** ଏକ
ସମୟ ଦେଖେ, **ତାହେର** ସଡ଼କେର ପାନେ ଚେଯେ କୀ ଦେଖିଛେ, ଚୋଖେ ବିଶ୍ଵଯେର ଭାବ । ମେଡିକେ ତାକାଯ ।

ଦେଖେ, **ମତିଗଞ୍ଜେ** ସଡ଼କେର **ଓପରେଇ** ଏକଟି **ଅପରିଚିତ** ଲୋକ ଆକାଶେର ପାନେ ହାତ ତୁଲେ
ମୋନାଜାତେର **ଭଞ୍ଜିତେ ଦାଁଡିଯେ** ଆଛେ, **ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମୁଖେ** **(କ-ଗାଛି ଦାଡ଼ି)**, ଚୋଖେ **ନିମୀଲିତ** ମୁହୂର୍ତ୍ତେର ପର **ମୁହୂର୍ତ୍ତ**
କାଟେ, ଲୋକଟିର ଚେତନା ନେଇ **(ନିରାକପଡ଼ା)** ଆକାଶ ଯେନ ତାକେ ପାଥରେର ମୂର୍ତ୍ତିତେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେଛେ ।
କାଦେର ଆର ତାହେର ଅବାକ ହୟେ ଚେଯେ ଚେଯେ ଦେଖେ । **ମାଛକେ** ସତର୍କ କରେ ଦେବାର ଭୟେ **କଥା ହ୍ୟ ନା**,

କିନ୍ତୁ ପାଶେଇ ଏକବାର ଧାନେର ଶିଷ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ନଡ଼େ ଓଠେ, ଈଷଂ ଆଓଯାଜଓ ହ୍ୟ-ମେଡିକେ **ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ** ।





একসময়ে লোকটি মোনাজাত শেষ করে। কিছুক্ষণ কী ভেবে ঝট করে পাশে নামিয়ে রাখা পুঁটুলিটা তুলে নেয়। তারপর বড় বড় পা ফেলে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে। উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে মহৱত্তনগর গ্রাম। তাহের ও কাদেরের বাড়ি সেখানে। → চূড়ান্ত মহাত্ম।
 অপরাহ্নে দিকে মাছ নিয়ে দু-ভাই বাড়ি ফিরে খালেক ব্যাপারীর ঘরে কেমন একটা জটলা। সেখানে গ্রামের লোকেরা আছে, তাদের বাপও আছে। সকলের কেমন গন্তীর ভাব, সবার মুখ চিন্তায় নত। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, একটু আলগা হয়ে বসে আছে সেই লোকটা-নৌকা থেকে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর তখন যাকে মোনাজাত করতে দেখেছিল। রোগা লোক, বয়সের ধারে যেন চোয়াল দুটো উজ্জল। চোখ বুজে আছে। (কোটরাগত) নিমীলিত সেই চোখে একটুও কম্পন নেই।
 রাখছেন?





୫୦ ନଟମ୍ବୀପି

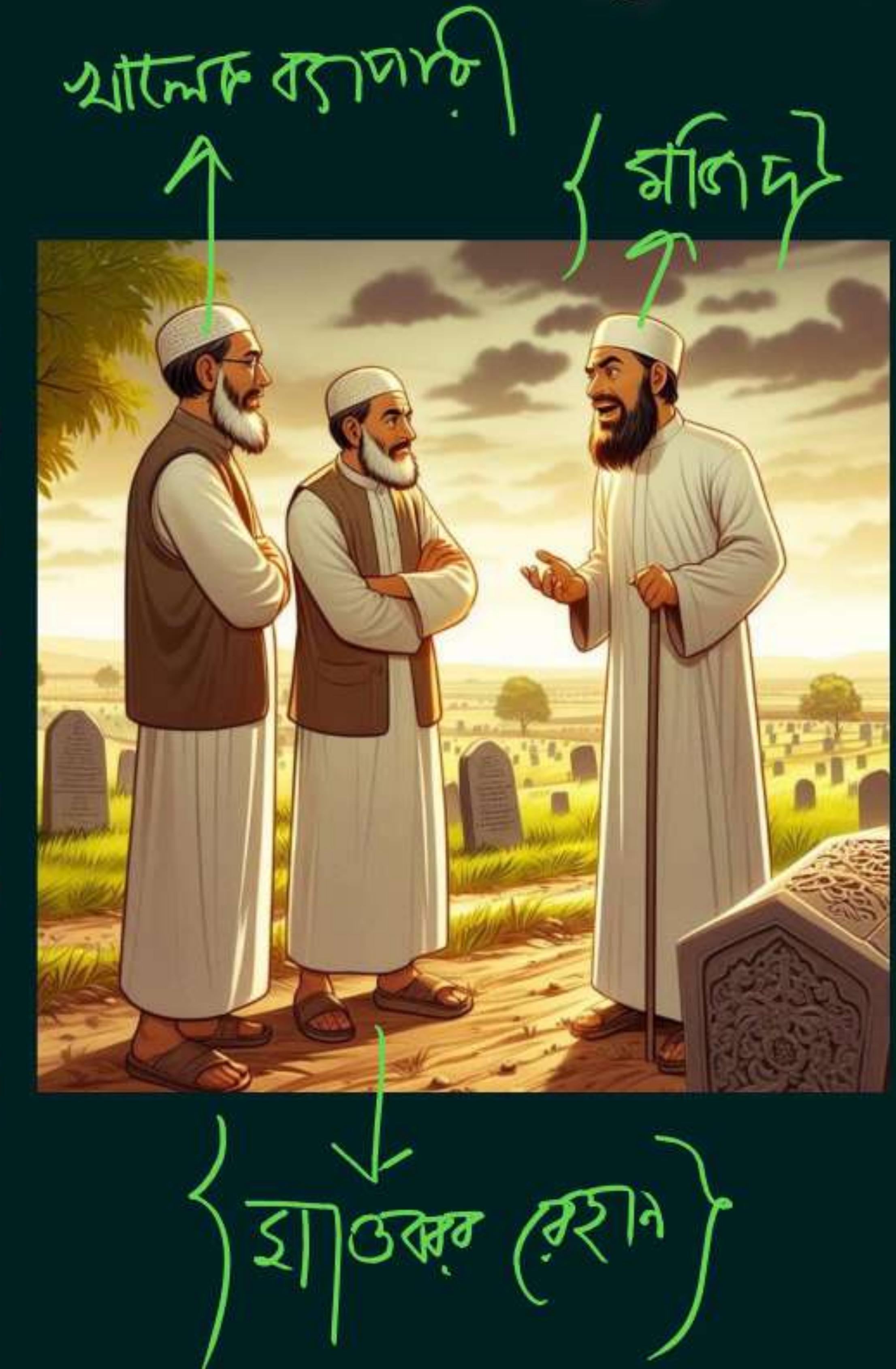
ଏଭାବେଇ ମଜିଦେର ପ୍ରବେଶ ହଲୋ ମହାବିତନଗର ଗ୍ରାମେ । ପ୍ରବେଶଟା ନାଟକୀୟ ହେଁଯେଛେ ସନ୍ଦେହ ନେଇ,
କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମେର ଲୋକେରା ନାଟକେରଇ ପଞ୍ଚପାତି । ସରାସରି ମତିଗଞ୍ଜେର ସଡ଼କ ଦିଯେ ସେ ଗ୍ରାମେ
ତୁକବେ ତାର ଚେଯେ ବେଶି ପଢ଼ନ୍ତି ହବେ ତାକେ, ସେ ବିଲଟାର ବଡ଼ ଅଶ୍ଵଥ ଗାଛ ଥିଲେ ନେମେ ଆସିବେ ।
ମଜିଦେର ଆଗମନଟା ତେମନି ଚମକପ୍ରଦ । ଚମକପ୍ରଦ ଏହି ଜନ୍ୟେ ସେ, ତାର ଆଗମନ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମଗ୍ର
ଗ୍ରାମକେ ଚମକେ ଦେଇ । ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମବାସୀର ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତା ସମ୍ପର୍କେ ତାଦେର ସଚେତନ କରେ ଦେଇ,
ଅନୁଶୋଚନାୟ ଜର୍ଜରିତ କରେ ଦେଇ ତାଦେର ଅନ୍ତର ।

ଶୀଘ୍ର ଲୋକଟି ଚିତ୍କାର କରେ ଗାଲାଗାଲ କରେ ଲୋକଦେର । ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ ଓ ମାତରକ ବେହନ
ଆଲି ଛିଲ । ଜୋଯାନ ମନ୍ଦ (କାଳୁ) ମତି, ତାରାଓ ଛିଲ । କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜାୟ ତାଦେର ମାଥା ହେଠି । ନବାଗତ
ଲୋକଟିର କୋଟିରାଗତ ଚୋଥେ ଆଗ୍ନି ।

-ଆପନାରା ଜାହେଲ, ବେ-ଏଲେମ, ଆନପାଡ଼ିହୁ ମୋଦାଚେର ପିରେର ମାଜାରକେ ଆପନାରା ଏମନ
କରି ଫେଲି

ମୃଗ୍ଧ

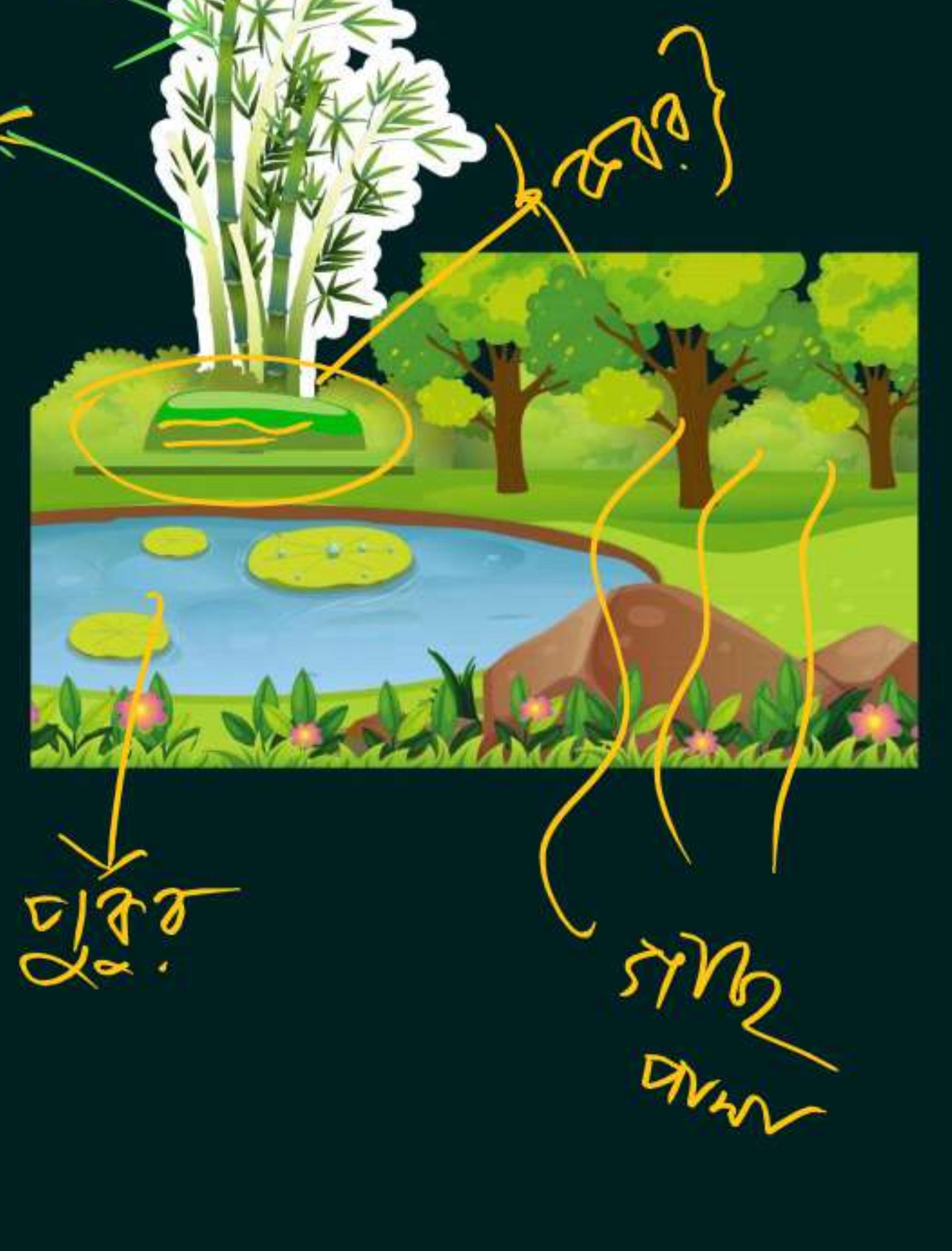
ତାଙ୍କୁ
ତାଙ୍କୁ





ବାନ୍ଦାଗାନ

ବୃକ୍ଷ



ଦୂରତ୍ବ

ଜୀବନ
ପରିବହନ

ଗ୍ରାମ ଥେକେ ଏକଟୁ ବାଇରେ ଏକଟା ବୃକ୍ଷ ବାଁଶବାଢ଼ା। ମୋଟାମୋଟା ହଲଦେ ତାର ଗୁଡ଼ି। ସେଇ ବାଁଶବାଢ଼େର କ-ଗଜ ଓଧାରେ ଏକଟା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୁକୁରେର ପାଶେ ସନ୍ ସମିବିଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଛେ ଗାଛପାଲା। ଯେଣ ଏକଦିନ କାର ବାଗାନ ଛିଲ ସେଥାନେ। ତାରଇ ଏକଧାରେ ଟାଳଖାଓଯା ଭାଙ୍ଗା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କବର ଛୋଟ ଛୋଟ ହଟଗୁଲୋ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାଓଲାଯ ସବୁଜ, ଯୁଗ୍ୟମୁଗ୍ୟ ହାଓଯାଯ କାଲଚେ। ଡେତରେ ସୁଡ଼ପେର ମତୋ। ଶେଯାଲେର ବାସା ହୁଯାତ। ଓରା କି କରେ ଜାନବେ ଯେ, ଓଟା ମୋଦାଚ୍ଛେର ପିରେର ମାଜାର?

ସଭାଯ ଅଶୀତିପର ବୃକ୍ଷ ମଲେମନେର ବାପ ଓ ଛିଲ। ହାଁପାନିର ରୋଗୀ। ସେ ଦମ ଖିଚେ ଲଜ୍ଜାଯ ନତ କରେ ରାଖେ ଚୋଥି।

-ଆମ ଛିଲାମ ଗୋରୋ ପାହାଡ଼େ ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ଥେକେ ତିନ ଦିନେର ପଥ ।

{ ଅନ୍ତିମିଦ୍ୟ - → ୮୦+ } → ମୋନ୍ତ୍ରେନ୍‌ରେଜିମ୍



অনুবৃত্তি

মজিদ বলে। বলে যে, সেখানে সুখে শান্তিতেই ছিল। গোলাভরা ধান, গরু-ছাগল। তবে সেখানকার মানুষরা কিন্তু অশিক্ষিত, বর্বর। তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ খোদার আলো ছড়াবার জন্যেই অমন বিদেশ-(বভুইয়ে) সে বসবাস করছিল। তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের সাচ্চা, খাঁটি সোনার মতো। খোদা-রসূলের ডাক একবার দিলে পৌঁছে দিতে পারলে তারা বেচাইন হয়ে যায়। তা ছাড়া তাদের খাতির-যত্ন ও নেহ-মমতার মধ্যে বেশ দিন কাটছিল; কিন্তু সে একদিন স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে। মধুপুর গড় থেকে তিনি দিনের পথ সে দুর্গম অঞ্চলে মজিদ যে বাড়ি গড়ে তুলেছিল তা নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে ছুটে চলে এসেছে।

লোকেরা ইতিমধ্যে বার-কয়েক শুনেছে সে-কথা, তবু আবার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

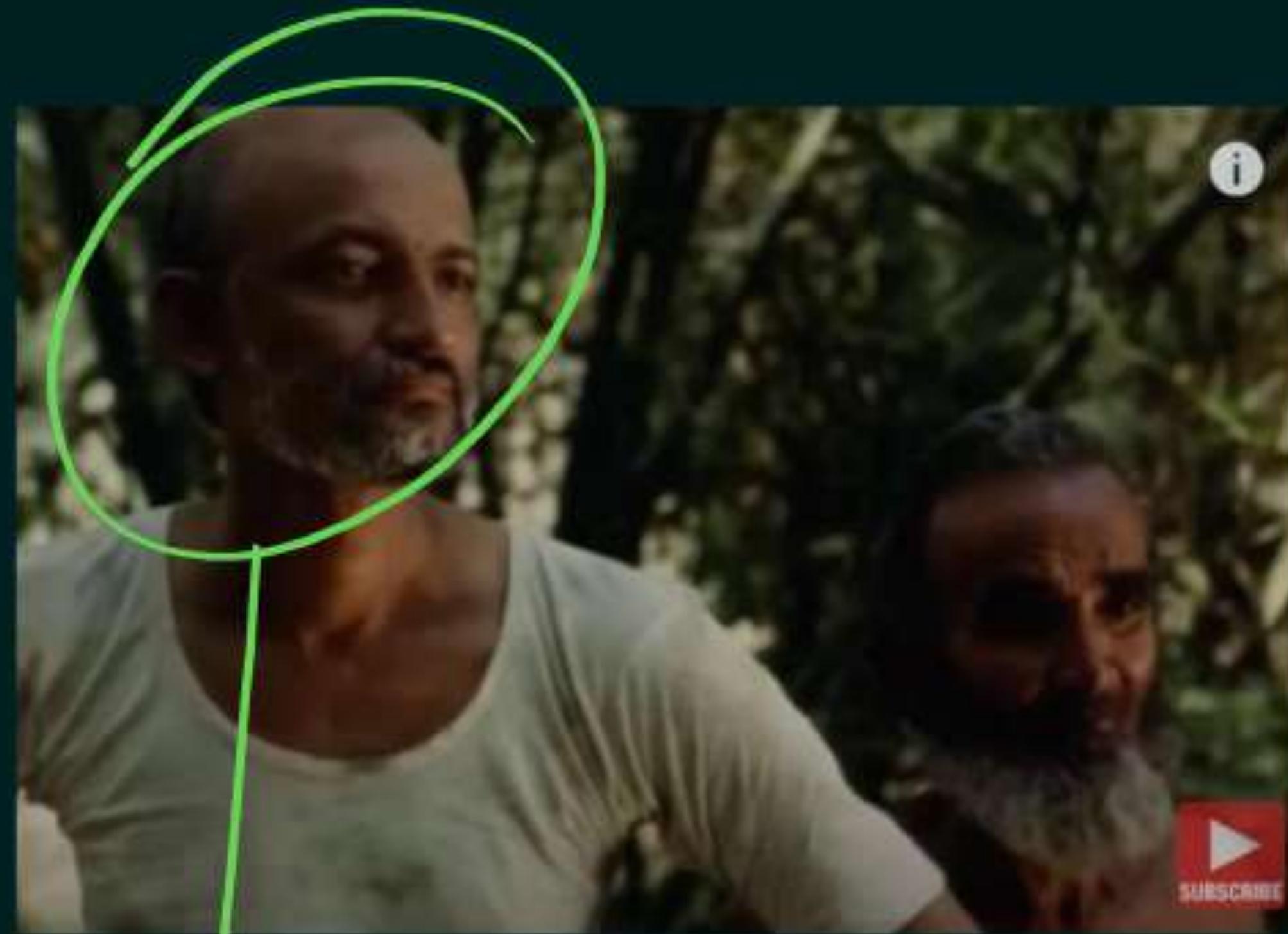
-উনি একদিন স্বপ্নে ডাকি বললেন...



ମେଟ୍ରିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ

୩୯

ଗ୍ରାମେର ଲୋକଙ୍ଗଳି ଇନାନୀଏ ଅବଶ୍ଵାପନ ହୁଯେ ଉଠେଛେ । ଜୋତଜମି କରେଛେ, ବାଡ଼ି-ଘର କରେ ଗରୁଙ୍ଛାଗଳ ଆରମ୍ଭେ ମେଯେମାନୁଷ ପୁଷେ ଚଢାଇ-ଉତ୍ତରାଇ ଭାବ ହେବେ ଧୀରଞ୍ଜିର ହୁଯେ ଉଠେଛେ, ମୁଖେ ଚିକନାଇ ହୁଯେଛେ । କିନ୍ତୁ ଖୋଦାର ଦିକେ ତାଦେର ନଜର କମ । ଏଥାନେ ଧାନକ୍ଷେତ୍ରେ ହାଓୟା ଗାନ ତୋଲେ ବଟେ କିନ୍ତୁ ମୁସଲିଂଦେର ଗଲା ଆକାଶେ ଭାସେ ନା । ଗ୍ରାମେ ପ୍ରାନ୍ତେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲେର ମଧ୍ୟେ କବରେର ପାଶେ ଦାଁଡିଯେ ବୁକେ ଝୋଲାନୋ ତାମାର ଦାଁତ-ଖିଲାଲ ଦିଯେ ଦାଁତେର ଗହର ଖୋଚାତେ ଖୋଚାତେ ମଜିଦ ମେଦିନ ମେ-କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝେଛିଲ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକଥାଓ ବୁଝେଛିଲ ଯେ, ଦୁନିଆଯ ସଚଳଭାବେ ଦୁ-ବେଳା ଖେ଱େ ବାଁଚବାର ଜନ୍ୟ ଯେ-ଖେଳା ଖେଲତେ ଯାଚେ ସେ-ଖେଳା (ସାଂଘାତିକ) ମନେ ସନ୍ଦେହ ଛିଲ, ଭୟଓ ଛିଲ । କିନ୍ତୁ ଜମାଯେତେର ଆଧୋବଦନ ଚେହାରା ଦେଖେ ପରିଷକାର ହୁଯେ ଗିଯେଛିଲ ଅନ୍ତର । ହାଁପାନି-ରୋଗଗ୍ରହଣ ଅଶୀତିପର ବୁଦ୍ଧେର ଚୋଥେର ପାନେ ଚେଯେଓ ତାତେ ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ା କିଛୁ ଦେଖେନି ।

ମୋନିମନ୍ତ୍ର
ବାବ୍ୟ



ନ୍ୟାୟ ମାଲ୍ଟିମ୍ଡିଆ

ଜଙ୍ଗଳ ସାଫ ହେଁ ଗେଲା । ଇଟ-ସୁରକ୍ଷି ନିଯେ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ କବର ସଦ୍ୟମୃତ କୋଣେ
ମାନୁଷେର କବରେର ମତୋ ନତୁନ ଦେହ ଧାରଣ କରିଲା । ଝାଲର ଓୟାଲା ସାଲୁ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ
ହଲୋ ମାଛେର ପିଠେର ମତୋ ସେ କବର । ଆଗରବାତି ଗନ୍ଧ ଛଡ଼ାତେ ଲାଗଲ, ମୋମବାତି
ଜୁଲତେ ଲାଗଲ ରାତଦିନ । ଗାଛପାଲାଯ ଟାକା ହାନଟି ଆଗେ ସ୍ୟାତସେଂତେ ଛିଲ, ଏଥିନ
ରୋଦ ପଡ଼େ ଖଟଖଟେ ହେଁ ଉଠିଲ; ହାଓୟାର ଓ ଭ୍ୟାପସା ଗନ୍ଧ ଖଡ଼େର ମତୋ ଶୁଙ୍କ ହେଁ
ଉଠିଲ ।

ଏ-ଗ୍ରାମ ସେ-ଗ୍ରାମ ଥେକେ ଲୋକରା ଆସିଲେ ଲାଗଲ । ତାଦେର ମର୍ମନ୍ତଦ ମାଛେର ପିଠେର
ମତୋ ଅଞ୍ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଇ କବରେର କୋଲେ ବ୍ୟକ୍ତ ହତେ ଲାଗଲ ଦିନେର ପର ଦିନ ।
ତାର କାନା, ଅଶ୍ରୁସଜଳ କୃତଜ୍ଞତା, ଆଶାର କଥା, ବ୍ୟର୍ଥତାର କଥା- ସାଲୁତେ ଆବୃତ
ସଙ୍ଗେ ପଯସା- ଝାକରାକେ ପଯସା, ଘଷା ପଯସା, ସିକି-ଦୁଯାନି-ଆଧୁଲି, ସାଚା ଟାକା,
ନକଳ ଟାକା ଛଡ଼ାଇଛି ଯେତେ ଲାଗଲ ।

ଟାଙ୍କା





ନମ୍ବେ ୨୩ୟା ଯାଏ ଫୁଙ୍ଗୋଟ

କ୍ରମେ କ୍ରମେ ମଜିଦେର ସରବାଡ଼ି ଉଠଲା ବାହିର ସର, ଅନ୍ଦର ସର, ଗୋଯାଳ ସର, ଆଓଲା ସର । } ଫୁଙ୍ଗୋଟ }

ଜମି ହଲୋ, ଗୃହଶ୍ଵାଲି ହଲୋ । ନିରାକପଡ଼ା ଶ୍ରାବଣେର ସେଇ ହାଓୟା-ଶୂନ୍ୟ ଶୁଭ ଦିନେ ତାର ଜୀବନେର
ଯେ ନତୁନ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁରୁ ହେଁଛିଲ, ମାଛେର ପିଠେର ମତୋ ସାଲୁ କାପଡେ ଆବୃତ ନଶ୍ଵର ଜୀବନେର
ପ୍ରତୀକଟିର ପାଶେ ସେ ଜୀବନ ପଦେ ପଦେ ଏଗିଯେ ଚଲିଲୋ । ହୟତ ସାମନେର ଦିକେ, ହୟତ କୋଥାଓ
ନୟ । ସେ-କଥା ଭେବେ ଦେଖିବାର ଲୋକ ସେ ନୟ । } ବତୋର ଦିନେ ମଗରା-ମଗରା ଧାନ ଆସେ ସରେ,
ତାଇ ଯଥେଷ୍ଟ । } ତଥାକଥିତ ମାଜାରେର ପାନେ ଚେଯେ କୁଚିଂ କଥନୋ ସେ ଯେ ଭାବିତ ନା ହୟ ତା ନୟ ।
କିନ୍ତୁ ତାର ଯେ ବାଁଚବାର ଅଧିକାର ଆଛେ ସେଇ କଥାଟାଇ ସେ ସାମୟିକ ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଧାନ ହେଁ
ଓଠେ । ତା ଛାଡ଼ା ଗାରୋ ପାହାଡ଼େର ଶ୍ରମକ୍ଲାନ୍ତ ହାଡ଼ ବେର କରା ଦିନେର କଥା ସ୍ମରଣ ହଲେ ସେ ଶିଉରେ
ଓଠେ । ଭାବେ, ଖୋଦାର ବାନ୍ଦା ସେ ନିର୍ବୋଧ ଓ ଜୀବନେର ଜନ୍ୟ ଅନ୍ଧ । ତାର ଭୁଲଭ୍ରାନ୍ତି ତିନି ମାଫ
କରେ ଦେବେନ । ତାର କରଣା ଅପାର, ସୀମାହୀନ ।



একদিন মজিদ বিয়েও করে। অনেক দিন থেকে আলি-ঝালি একটি চওড়া বেওয়া
মেয়েকে দেখছিল।

শেষে সেই মেয়েলোকটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এল। নাম তার রহিমা। সত্যি সে লম্বা-
চওড়া মানুষ! (হাড়-চওড়া) মাংসল দেহ শীঘ্র দেখা গেল, তার শক্তি ও কম নয়। বড় বড়
হাঁড়ি সে অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তুলে নিয়ে যায়, গোঁয়ার ধামড়া গাইকেও
স্বচ্ছন্দে গোয়াল থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে। হাঁটে যখন, মাটিতে আওয়াজ হয়,
কথা কর যখন, মাঠ থেকে শোনা যায় গলা।

তবে তার শক্তি, তার চওড়া দেহ বাইরের খোলস মাত্র। আসলে সে ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ।
দশ কথায় (রাজ্ঞৈ), রাক্ষে রাগ নেই। মজিদের প্রতি তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয়। শীর্ণ
মানুষটির পেছনে মাছের পিঠের মতো মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে।

ও যখন উঠানে হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর মধুর হেসে আস্তে মাথা
নেড়ে বলে, - অমন করি হাঁটতে নাই।

থমকে গিয়ে রহিমা তার দিকে তাকায়।

{ কৃত }

১৫৮



{ বাস্তু }



ମଜିଦ ବଲେ,

-ଅମନ କରେ ହାଁଟିତେ ନାହିଁ ବିବି, ମାଟି-ଏଗୋପ୍ତା କରେ । ଏହି ମାଟିତେଇ ତୋ ଏକଦିନ ଫିରି ସାହିବା-
ଥେମେ ଆବାର ବଲେ, ମାଟିରେ କଷ୍ଟ ଦେଓନ ଶୁଣାହୁ ।

ଏ-କଥା ଆଗେଓ ଶୁଣେଛେ ରହିମା । ମୁରୁଙ୍କିରା ବଲେଛେ, ବାଡ଼ିର ଆତୀୟରା ବଲେଛେ । ମଜିଦେର କଥାର
ବାଇରେ ଦାଳୁ କାପଡେ ଆବୃତ ମାଜାରଟିର କଥା ସ୍ମରଣ ହୟ ।

ମଜିଦ ନୀରବେ ଚେଯେ ଚେଯେ ଦେଖେ । ଦେଖେ ରହିମାର ଚୋଖେ ଭୟ ।

ମଧୁରଭାବେ ହେସେ ଆବାର ବଲେ,

-ଅମନ କରି କଥିନୋ ହାଁଟିଓ ନା । କବରେ ଆଜାବ ହଇବେ ।

ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରା ନାରୀର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ପରିଷକାର ଚୋଖେ ଘନାୟମାନ ଭଯେର ଛାଯା ଦେଖେ ମଜିଦ ଖୁଣି ହୟ । ତାରପର
ବାଇରେ ଗିଯେ କୋରାନ ତେଲାଓୟାତ ଶୁରୁ କରେ । ଗଲା ଭାଲୋ ତାର, ପଡ଼ିବାର ଭଞ୍ଜିଓ ମଧୁର । ଏକଟା
ଚମକାର ସୁରେ ସାରା ବାଡ଼ି ଭରେ
ଯାଯା ।



(গোপনী)
তিথি ৩০.৩.

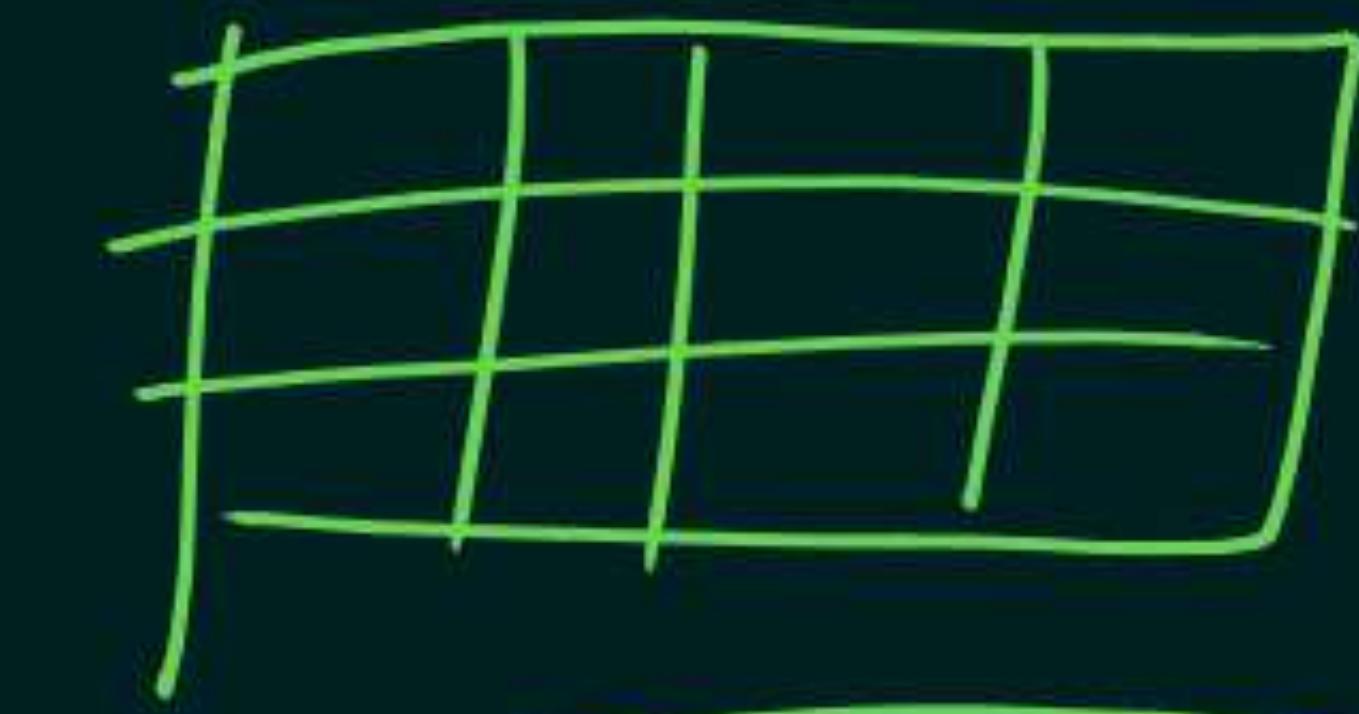
বন্ধাত পাখু ৭

যেন হাস্তানের মিটি মধুর গন্ধ ছড়ায়।

কাজ করতে করতে রহিমা থমকে যায়; কান পেতে শোনে। খোদাতা'আলার
রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মতো থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে
ওঠে। একটি অব্যক্তি ভীতিও ঘনিয়ে আসে মনে। সে খোদাকে ভয় পায়,
মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায়।

গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ। তাগড়া-তাগড়া দেহ-চেনে জমি
আর ধন, চেনে পেট। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে, নচেৎ ভুল
মেরে থাকে। জমির জন্যে প্রাণ। সে জমিতে বর্ষণহীন খরার দিনে ফাটল ধরলে
তখন কেবল স্মরণ হয় খোদাকে।

কিন্তু জমি এধারে উর্বর। চারা ছড়িয়েছে কি সোনা ফলবে। মানুষরাও পরিশ্রম
করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়। দেয় তো বুক উজাড় করে দেয়।



ମାଠେ ଗିଯେ ମାନୁଷ ମେଠୋ ହୟେ ଓଠେ । କଥନୋ ସରୋଯା ହିଂସା-ବିଦେଶେର ଜନ୍ୟେ, ବା ଆତ୍ମମୟାଦାର
ଭୁଯୋ ବାଣୀ ଉଚିଯେ ରାଖିବାର ଜନ୍ୟେ ତାରା ଜମିକେ ଦାବାର ଛକେର ମତୋ ଭାଗ କରେ ଫେଲେ । ମେ-
ଜମିକେଇ ଆବାର ବକ୍ତ୍ଵ ଦିଯେ ରକ୍ଷା କରତେ ଦିଧା କରେ ନା । ହ୍ୟତ ଦୁନିଆର ଦୂଷିତ ଆବହାସ୍ୟାର ମଧ୍ୟେ
ତାର ବର୍ବରତାର ନୀଚତାୟ ନେମେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସଖନ ଜମିର ଗଞ୍ଚ ନାକେ ଲାଗେ, ମାଟିର ଏଲୋ ଖାବଡ଼ା
ଦଲାଙ୍ଗୋର ପାନେ ଚେଯେ ଆପନ ରକ୍ତମାଂସେର କଥା ସ୍ମରଣ ହୟ, ତଥନ ଭୁଲେ ଯାଇ ସମ୍ମତ ହିଂସା-
ବିଦେଶ । ସିପାଇର ଖଣ୍ଡିତ ଛିନ୍ନ ଦେହେର ଏକତାଳ ଅର୍ଥହିନ ମାଂସେର ମତୋ ଜମିଓ ତଥନ ପ୍ରାଣେର ଚାଇତେ
ବଡ଼ ହୟେ ଓଠେ । ଖାବଲା ଖାବଲା ରୁଠାଜମି, ଡୋବାଜମି, କାଦାଜମି-ଫାଟିଲଧରା ଜ୍ୟେଷ୍ଠେର ଜମି-ସବ
ଜମି ଏକାନ୍ତ ଆପନ; କୋନଟାର ପ୍ରତି ଅବହେଲା ନେଇ । ଯେମନ ସୁନ୍ଦର ମୁମ୍ର୍ଷୁ ବା ଜରାଜର୍ଜର ଆତ୍ମୀୟ ଜନ୍ୟେର
ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭେଦ ଥାକେ ନା ମାନୁଷେର । ମାଥାର ଘାମ ପାଯେ ଫେଲେଇ ତାରା ଖାଟେ । ହ୍ୟତ କାଠଫାଟା ରୋଦ,
ହ୍ୟତ ମୁଷଳଧାରେ ବୃଷ୍ଟି-ତାରା ପରିଶ୍ରମ କରେ ଚଲେ ।



অগ্রহায়ণের শীত খোলা মাঠে হাড় কাঁপায়, রোদ পানি-খাওয়া মেটা কর্কশ
তুকের ডাসা লোমগুলো পর্যন্ত জলো শীতল হাওয়ায় খাড়া হয়ে ওঠে-তু
কোমর পরিমাণ পানিতে ডুবে থাকা মাঠ সাফ করে। স্যন্তে, সন্নেহে সাফ
করে যত জঙ্গাল। কিন্তু জঙ্গালের আবার শেষ নেই। কার্তিকে পানি সরে
এলেও কচুরিপানা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে জমিতে। তখন আবার দল বেঁধে
লেগে যায় তারা। ভাগ্যকে ঘষে সাফ করবার উপায় নেই, কিন্তু যে-জমি
জীবন সে-জমিকে জঙ্গালমুক্ত করে ফসলের জন্যে তৈরি করে। তার জন্যে
অক্লান্ত পরিশ্রমকে ভয় নেই। এদিকে সূর্য ক্রমশ দূরপথ ভ্রমণে বেরোয়,
ঝিমিয়ে আসে তাপ, মেঘশূন্য আকাশের জমাট ঢালা নীলিমার মধ্যে
শুকিয়ে ওঠে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তখন শুরু হয় আরেক দফা পরিশ্রম। রাত
নেই দিন নেই হাল দেয়। তারপর ছড়ায় চারা-ছড়াবার সময় না-তাকায়
দিগন্তের পানে, না-স্মরণ করে খোদাকে। এবং খোদাকে স্মরণ করে না
বলেই হয়ত চারা ছড়ানো জমি শুকিয়ে কঠিন হতে থাকে। রোদ ঢড়া হয়ে
আসে, শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে



(ବଳପର୍ବତ ୯)

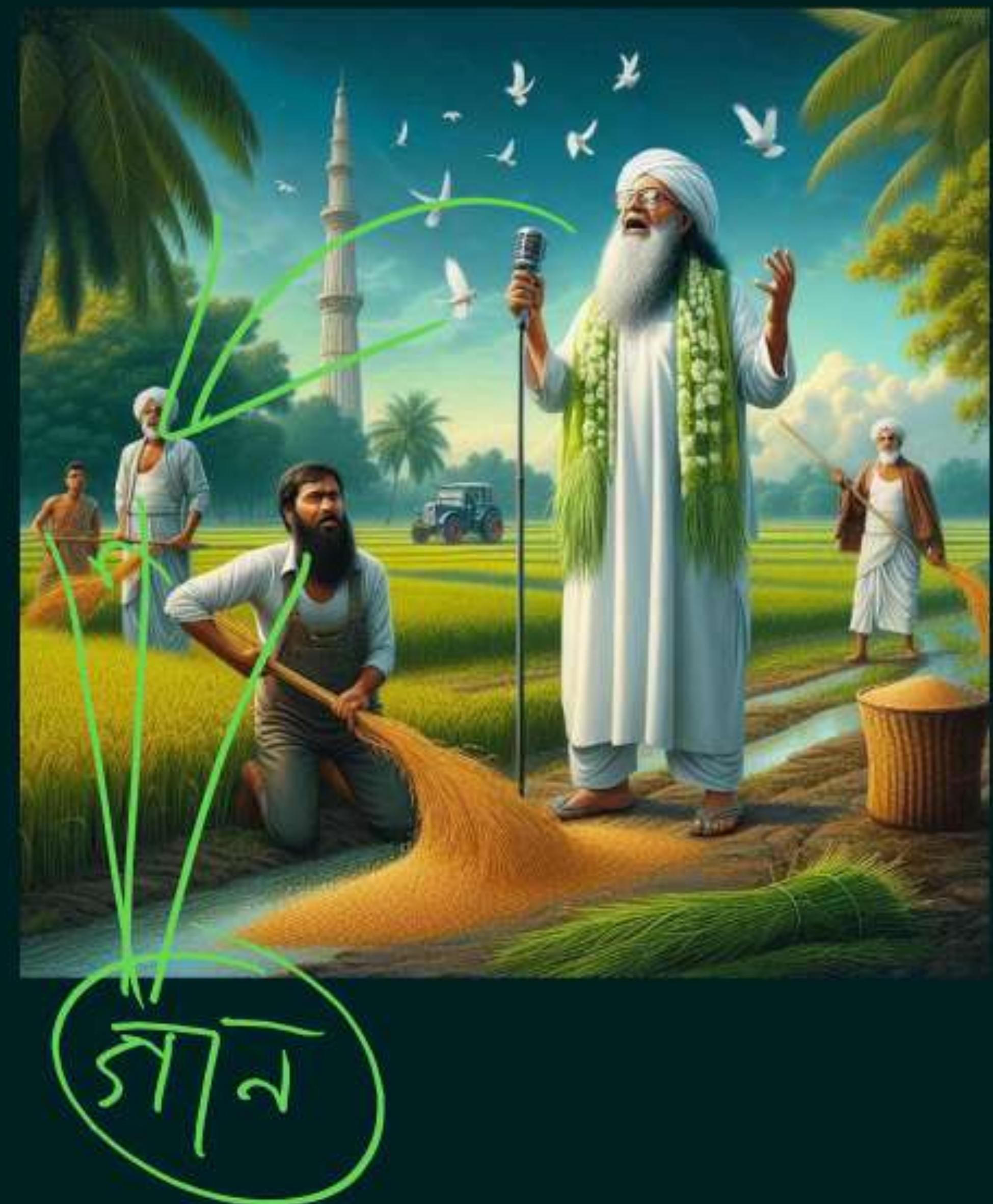
ଜୁଲେପୁଡ଼ି ମରେ । ନଧର ନଧର ହୟେ-ଓଠା କଚି କଚି ଧାନେର ଡଗାର ପାନେ ଚେଯେ ବୁକ କେଂପେ
ଓଠେ ତାଦେର । ତାରା ଦଲ ବେଧେ ଆବାର ଛୋଟେ । ତାରପର ରାତ ନେଇ ଦିନ ନେଇ ବିଲ ଥେକେ
କୋଂଦେ କୋଂଦେ ପାନି ତୋଲେ । ସାମାନ୍ୟ ଛୁତୋଯ ପ୍ରତିବେଶୀର ମାଥାଯ ଦା ବସାତେ ଯାଦେର
ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ଦିଧା ହୟ ନା, ତାଦେରଇ ବୁକ ବିମର୍ଶ ଆକାଶେର ତଳେ କଚି ନଧର ଧାନ ଦେଖେ ଶକ୍ତି
ହୟେ ଓଠେ, ମାଟିର ତୃଷ୍ଣାୟ ତାଦେରଓ ଅନ୍ତର ଖାଁ ଖାଁ କରେ । ରାତ ନେଇ ଦିନ ନେଇ, କୋଂଦେ କରେ
ପାନି ତୋଲେ-ମନ-କେ ମନ । । **କାନ୍ତାବୈଦ୍ୟ** ,

ଏତ ଶ୍ରମ ଏତ କଷ୍ଟ, ତବୁ ଭାଗ୍ୟେର ଠିକଠିକାନା ନେଇ । ଚିତ୍ରେର ଶେଷ ଦିକ ବା ବୈଶାଖେର ଶୁରୁ ।
ଧାନ ଓଠେ-ଓଠେ, ଏମନ ସମୟେ କୋନୋ ଏକ ଦୁପୁରେ କାଳୋ ମେଘେର ସଙ୍ଗେ ଆସେ ଝଡ଼, ଆସେ
ଶିଲାବୃଷ୍ଟି, ହୟତ ନା ବଲେ ନା କରେ ନିମେଷେର ମଧ୍ୟେ ଧଂସ କରେ ଦିଯେ ଯାଯ ମାଠ । କୋଚବିନ୍ଦ
ହୟେ ନିହତ ହରିରଳଦିନେର ରଙ୍ଗାପ୍ରତି ଦେହେର ପାନେ ଚେଯେ ଆବେଦ-ଜାବେଦେର ମନେ ଦାନବୀଯ
ଉଳ୍ଳାସ ହତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥନ ତାରା ପାଥର ହୟେ ଯାଯ । ଯାର ଏକରତ୍ତି ଜମିଓ ନେଇ, ତାରଓ
ଚୋଥ ଛଲଛଲ କରେ ଓଠେ । ଏବଂ ହୟତ ତଥନ ଖୋଦାକେ ଶ୍ମରଣ କରେ, ହୟତ କରେ ନା ।



মাঠের প্রান্তে একাকী দাঁড়িয়ে মজিদ দাঁত খেলাল করে আর সে-কথাই ভাবে। কাঠারে
কাঠারে সারবন্দি হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাটে
আর বুক ফাটিয়ে গাত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। গলার তামার
খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বরে গুঁতোয় আর ভাবে। কিসের এত গান, এত আনন্দ?
মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে (রহিমার শরীরেতো) এদেরই রক্ত, আর তার মতোই
এরা তাগড়া, গাটাগোট্টা ও প্রশস্ত। রহিমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয়
পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শিষে এদের
আকর্ণ হাসির ঝলক লাগে। ওদের খোদার ভয় নেই। মজিদও চায়, তার গোলা ভরে
উঠুক ধানে। কিন্তু সে তো জমিকে ধন মনে করে না, আপন রক্তমাংসের শামিল খেয়াল
করে না। শ্যেন দৃষ্টিতে অবশ্য চেয়ে চেয়ে দেখে ধানকাটা; কিন্তু তাদের মতো লোম-
জাগানো পুলক লাগে না তার অন্তরে। হাসি তাদের প্রাণ, এ কথা মজিদের ভালো লাগে
না। তাদের গীত ও হাসি ভালো লাগে না। ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত
মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন

ডঁ বুঁফ





জমায়েতকে মজিদ বলে, খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা।

শুনে, সালুকাপড়ে ঢাকা রহস্যময়, চিরনীরব মাজারের পাশে তারা স্তন্ধ হয়ে যায়।

মজিদ বলে, মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা বুত-পূজারী। তারা গুনাগার।

জমায়েত মাথা হেঁট করে থাকে!

বতোর দিন ঘুরে আসে, আবার পেরিয়ে যায়। মজিদের জমিজোত বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সম্মানও বাড়ে।

গাঁয়ের মাতৰৰ ওর কথা ছাড়া কথা কয় না; সলাপরামৰ্শ, আদেশ-উপদেশ, নছিহতের জন্যে তার কাছেই আসে, চিরনীরব সালুকাপড়ে আবৃত মাজারের মুখপাত্র হিসেবে তার কথা সাগ্রহে শোনে, খরা পড়লে তারই কাছে ছুটে আসে খতম পড়াবার জন্যে। খোদা রিজিক দেনেওয়ালা-এ-কথা তারা আজ বোঝে। মাঠের বুকে গান গেয়ে গজব কাটানো যায় না, বোঝে। মজিদ আত্মবিশ্বাস পায়।

মজিদ সাত ছেলের বাপ দুদু মিএওকে প্রশ্ন করে, -কলমা জানো মিএও?

ঘাড় গুঁজে আধাপাকা মাথা চুলকায় দুদু মিএও। মুখে লজ্জার হাসি।

গর্জে ওঠে মজিদ বলে,

-হাসিও না মিএও!

খতমত খেয়ে হাসি বন্ধ করে দুদু মিএও।

দুদু মিএও





সাত ছেলের এক ছেলে সঙ্গে এসেছিল। সে বাপের অবস্থা দেখে খিলখিল করে হাসে। বাপের মাথা নত করে থাকার ভঙ্গিটা যেন
গাধার ভঙ্গির মতো হয়ে উঠেছে। চোখ কিন্তু তার পিটপিট করে। বলে,
-আমি গরিব মুরুক্ষ মানুষ।

খোদাকে হয়ত সে জানে। কিন্তু জুলন্ত পেটের মধ্যে সব কিছু যেন বাঞ্চ হয়ে মিলিয়ে যায়। তেতরে গনগনে আগুন, সব উড়ে যায়,
পুড়ে যায়। আজ লজ্জায় মাথা নত করে রাখে-গাধার মতো পিঠে-ঘাড়ে সমান।
এবার খালেক ব্যাপারী ধরকে ওঠে,

-কলমা জানস্না ব্যাটা?

সে আর মাথা তোলে না। ছেলেটা হাসে।

খালেক ব্যাপারী একটি মন্তব্য দিয়েছে। এরই মধ্যে একপাল ছেলে-মেয়ে জুটে গেছে। তোরে যখন কলতান করে আমসিপারা পড়ে
তখন কখনো মজিদের মনে স্মৃতি জাগে। শৈশবের স্মৃতি-যে-দেশ ছেড়ে এসেছে, যে-শস্যহীন দেশ তার জন্মস্থান-সেখানে একদা
এক মন্তব্যে এই রকম করে সে আমসিপারা পড়ত।

অবশ্যে মজিদ আদেশ দেয়।

-ব্যাপারীর মন্তব্যে তুমি কন্না শিখবা।

ঘাড় নেড়ে তখনি রাজি হয়ে যায় লোকটি। শেষে মুখ তুলে বোকার মতো বলে,

-গরিব মানুষ, খাইবার পাই না।



ଲୋକଟିର ମାଥାୟ ସେଣ ଛିଟ । ସତ୍ରତତ୍ର କାରଣେ-ଅକାରଣେ ନା ଖେତେ ପାଓଯାର କଥାଟି ଶୋନାନୋ ଅଭ୍ୟାସ ତାର । ଶୁଣିୟେ ହୃଦ ମାନୁଷେର ସମବେଦନା ଆକର୍ଷଣ କରାର ଚେଷ୍ଟା କରେ । କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଖେତେ ପାଯ, ପାଯ ନା; ଏତେ ସମବେଦନାର କୀ ଆଛେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଥାକଲେ ତୋ ସମବେଦନା ଥାକବେ । ଓ କୀ କରେ ଅମନ ଗାଧାର ମତୋ ସାଡ-ପିଠ ସମାନ କରତେ ପାରେ ସେ କଥା ତୋ କେଉ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ ନା । ଦୃଶ୍ୟଟି ଅବଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରେ ।

ମଜିଦେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ ଧମକେ ବଲେ,
-ହିଛେ ହିଛେ, ଭାଗ ।

ସେ-ରାତେ ଦୋଯା-ଦରଳୁ ସେରେ ମାଜାରଘର ଥେକେ ବୈରିଯେ ଏସେ ବାଁ ପାଶେର ଖୋଲା ମାଠେର ପାନେ ତାକିଯେ ମଜିଦ କତକ୍ଷଣ ଚୁପଚାପ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଥାକେ । ଦିଗନ୍ତ-ବିନ୍ତୁତ ହୟେ ଯେ-ମାଠ ଦୂରେ ଆବଚାଭାବେ ମିଲିଯେ ଗେଛେ ସେଖାନ ଥେକେ ତାରାର ରାଜ୍ୟ । ଓଧାରେ ଗ୍ରାମ ନିଷ୍ଠକ୍ । ଦୁ-ଏକଟା ପାଡ଼ାଯ କେବଳ କୁତ୍ତା ସେଉ ସେଉ କରେ ।



ନୀରବତାର ମଧ୍ୟେ ହଠାତ୍ ମଜିଦ ଏକଟା ଶକ୍ତି ବୋଧ କରେ ଅନ୍ତରେ । ମହାବତନଗର ଗ୍ରାମେ ସେ-ଶକ୍ତିର ଶିକ୍ଷ ଗେଡ଼େଛେ । ଆର ସେ-ଶକ୍ତି ଶାଖାପ୍ରଶାଖା ମେଲେ ସାରା ଗ୍ରାମକେ ଆଚନ୍ନ କରେ ଲୋକଦେର ଜୀବନକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେଛେ ସବଲଭାବେ । ପ୍ରତିପତ୍ରିଶାଳୀ ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ ଆଛେ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଶକ୍ତିତେ ଆର ମଜିଦେର ଶକ୍ତିତେ ପ୍ରଭେଦ ଆଛେ । ଆଜ ଏହି ଲୋକଦେରଇ ଖାଲେକ ବ୍ୟାପାରୀ ଚାବୁକ ମାରୁକ, ପ୍ରତିପତ୍ରି ଭରେ ତାରା ମୁଖେ ରା ନା-କରଲେଓ ଅନ୍ତରେ ସନିଯେ ଉଠିବେ ଦେସ, ପ୍ରତିହିଂସାର ଆଗୁନ । ମଜିଦେର ଶକ୍ତି ଓପର ଥେକେ ଆସେ, ଆସେ ଓହି ସାଲୁକାପଡ଼େ ଆବୃତ ମାଜାର ଥେକେ । ମାଜାରଟି ତାର ଶକ୍ତିର ମୂଳ । ✕ ମଜିଦେର ସେ-ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୟ ରହିମାର ଓପର । ମେଯେମାନୁଷରା ଆସେ ତାର କାଛେ । ଏ-ଗ୍ରାମେରଇ ମେଯେ ରହିମା । ଛୋଟବେଳାଯା ନାକେ ନୋଲକ ପରେ ହଲଦେ ଶାଢ଼ି ପେଂଚିଯେ ପରେ ଛୁଟୋଛୁଟି କରତ-ସବାର ମନେ ସେ-ଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ।





ପ୍ରଥମ ବିଯେର ସମୟ ତାରା ତାକେ ଦେଖେଛେ, ସ୍ଵାମୀର ମୃତ୍ୟୁର ପରଓ ତାକେ ଦେଖେଛେ । କିନ୍ତୁ ଓରାଇ ଆଜ ଏକେ ଚେନେ ନା । କଥା କଯା ଅନ୍ୟଭାବେ, ଗଲା ନରମ କରେ ସୁପାରିଶେର ଜନ୍ୟେ ଧରେ । ଖିଡ଼କିର ଦରଜା ଦିଯେ ଆସେ ତାରା, ଏସେ ସନ୍ତର୍ପଣେ କଥା କଯା । କାଂଦଲେଓ ଚେପେ ଚେପେ କାଂଦେ । ବାଇରେ ମାଜାର ଯେମନ ରହସ୍ୟମୟ ତାଦେର କାହେ, ମଜିଦଓ ତେମନି ରହସ୍ୟମୟ ।
ମଜିଦ ଧରା-ଛୋଯାର ବାଇରେ । ଯୋଗସୂତ୍ର ହଚ୍ଛେ ରହିମା ।

ରହିମା ଶୋନେ ତାଦେର କଥା । କଥନୋ ହଦୟ ଗଲେ ଆସେ ଅପରେର ଦୁଃଖେର କଥା ଶୁଣେ, କଥନୋ ଛଲଛଳ କରେ ଓଠେ ଚୋଥ । ଗଭୀର ରାତେ କଥନୋ ମାଜାରେର ଧାରେ ଗିଯେ ଦାଁଡିଯେ ନିର୍ନିମେଷ ଚୋଥେ ତାକିଯେ ଥାକେ ମାଛେର ପିଠେର ମତୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଚିତ୍ର ସେଇ ମାଜାରେର ପାନେ । ମାଥାଯ କପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌମ୍ପଟା ଟାନା, ଦେହ ନିଶ୍ଚଳ । ତାକିଯେ ଥାକତେ ଥାକତେ ସୌର ଲାଗେ, ଚୋଥ ଅବଶ ହେୟ ଆସେ, ମହାଶକ୍ତିର କାହେ ପାଛେ କୋନୋ ବୈଯାଦବି କରେ ବସେ ସେ-ଭଯେ ବୁକ କେଂପେ ଓଠେ କଥନୋ । ତରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିର ମତୋ ଦାଁଡିଯେ ଥାକେ । ଭାବେ, କୋନ ମାରୁଫ ଓଖାନେ ସୁମିଯେ ଆଛେନ- ଯାଁର ରୁହ ଏଥନୋ ମାନୁଷେର ଦୁଃଖ ଯାତନାୟ କାଂଦେ, ତାଦେର ମଙ୍ଗଲେର ଜନ୍ୟେ ଆକୁଳ ହେୟ ଥାକେ ସଦାସର୍ବଦା ?



କଥନୋ କଥନୋ ଅତି ସଙ୍ଗେପନେ ରହିମା ଏକଟା ଆର୍ଜି ଜାନାଯି ବଲେ, ତାର ସନ୍ତାନ ନେହି; ସନ୍ତାନଶୂନ୍ୟ କୋଲଟି ଖାଁ-
ଖାଁ କରେ । ତିନି ତାକେ ଯେଣ ଏକଟି ସନ୍ତାନ ଦେନ । ଆର୍ଜି ଜାନାଯି ଚୋଥେର ଆକୁଳତାଯ, ଏଦିକେ ଠୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଁପେ
ନା । ଅତି ଗୋପନ ମନେର କଥା ଶିଶୁର ସରଲତାଯ, ସାଲୁକାପଡ଼େ ଢାକା ରହସ୍ୟମୟ ମାଜାରେର ପାନେ ଚେଯେ ବଲେ-ନା-
ହୟ ଲଜ୍ଜା, ନା-ହୟ ଦ୍ଵିଧା । ଏକଦିନ ହଠାତ ଏହି ସମୟ ଦମକା ହାଓୟା ଛୋଟେ, ଜଙ୍ଗଲେର ଯେ-କଟା ଗାଛ ଆଜୋ
ଅକର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାଯ ବିରାଜମାନ ତାତେ ଆଚମକା ଗୋଙ୍ଗାନି ଧରେ । ହାଓୟା ଏସେ ଏଥାନେ ସାଲୁକାପଡ଼େର ପ୍ରାନ୍ତ ନାଡ଼େ;
କେଂପେ-ଓଠା ମୋମବାତିର ଆଲୋଯ ଝଲମଲ କରେ ଓଠେ ରୂପାଲି ଝାଲର । ରହିମାଓ କେଂପେ ଓଠେ, କୀ ଏକଟା ମହାଭୟ
ତାର ରକ୍ତ ଶୀତଳ କରେ ଦେଇ । ମନେ ହୟ, କେ ଯେଣ କଥା କହିବେ, ଆକାଶେର ମହା-ତମସାର ବୁକ ଥେକେ ବିଚିତ୍ର ଏକ
କଞ୍ଚ ସହସା ଜେଗେ ଉଠିବେ । ଆବାର ହିର ହେଁ ଯାଇ, ମୋମବାତିର ଶିଖାଓ ନିଷ୍କର୍ଷ, ହିର ହେଁ ଓଠେ! ଓପରେ
ଆକାଶଭରା ତାରା ତେମନି ନୀରବ ।



କୋନେଦିନ ରହିମା ସାରା ମାନବଜାତିର ଜନ୍ୟ ଦୋଯା କରେ । ଓ-ପାଡ଼ାର ଛୁନୁର ବାପ ମରଣରୋଗ ସନ୍ତ୍ରଣା ପାଛେ, ତାକେ ଶାନ୍ତି ଦାଓ । ଖେତାନିର ମା ପଞ୍ଚଘାତେ କଷ୍ଟ ପାଛେ-ତାର ଓପର କରଣା କର, ରହମତ କର । ଚାର ଗ୍ରାମ ପରେ ବଡ଼ ନଦୀ । କ-ଦିନ ଆଗେ ସେ-ନଦୀତେ ଝାଡ଼େର ମୁଖେ ଡୁବେ ମାରା ଗେଛେ କ-ଟି ଲୋକ । ତାଦେର କଥା ସ୍ମରଣ କରେ ବଲେ, ସରେ ଶ୍ରୀ-ପୁତ୍ର ରେଖେ ନୌକା ନିଯେ ଯାରା ନଦୀତେ ଯାଯ ତାଦେର ଓପର ସେନ ତୋମାର ରହମତ ହୟ ।

ଅନେକ ସମୟ ଅନ୍ତୁତ ଆର୍ଜି ନିଯେ ମେଯେଲୋକେରା ଆସେ ରହିମାର କାହେ । ଯେମନ ଆସେ ଧାନ-ଭାନୁନି ହାସୁନିର ମା । ବଢ଼ିନ ଆଗେ ନିରାକ ପଡ଼ା ଏକ ଶ୍ରାବଣେର ଦୁଫୁରେ ମାତ୍ର ଧରତେ ମତିଗଞ୍ଜେର ସଡ଼କେର ଓପର ଯାରା ପ୍ରଥମ ମଜିଦକେ ଦେଖେଛିଲ, ସେଇ ତାହେର ଆର କାଦେରେର ବୋନ ହାସୁନିର ମା । ସେ ଏସେ ବଲେ,

-ଆମାର ଏକ ଆର୍ଜି ।

ଏମନ ଏକ ଭଙ୍ଗିତେ ବଲେ ଯେ ରହିମାର ହାସି ପାଯ । କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେଇ ହାସେ, ଗନ୍ଧୀର ହୟେ ଥାକେ ବାହିରେ ।
ହାସୁନିର ମା ବଲେ, -ଆମାର ଆର୍ଜି- ଓନାରେ କଇବେନ, ଆମାର ସେନ ମେତ ହୟ ।

ଏବାର ଈସ୍ତ ହେସେ ରହିମା ବଲେ;

-କ୍ୟାନ ଗୋ ବିଟି?

-ଜୁଲା ଆର ସହି ହୟ ନା ବୁବୁ । ଆଲ୍ଲାଯ ସେନ ଆମାରେ ସତ୍ତର ଦୁନିଆ ଥିକା ଲାଇୟା ଯାଯ । ସକୋତୁକେ ରହିମା ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,

-ତୋମାର ହାସୁନିର କୀ ହଇବ ତୁମି ମରଲେ?

ହାସୁନିର
ହାସୁନି





ଦେଦିକେ ତାର ଭାବନା ନେଇ । ଆପନା ଥେକେଇ ସେଇ ଉତ୍ତର ଜୋଗାୟ ମୁଖେ ।

-ତୁମି ନିବା ବୁବୁ) ତୋମାରଇ ହାତେ ସୋପଦ୍ଵ କହିରା ଆମି ଖାଲାସ ହମୁ । ରହିମା ହାସେ । ହାତେ କାଁଥାର କାଜ । ହାସେ ଆର ମାଥା ନତ କରେ କାଁଥା ମେଳାଇ କରେ । ଏକଦିନ ହାସୁନିର ମା ଏସେ ବଲେ,

-ଆମାର ଏକ ଆର୍ଜି ବୁବୁ ।

-କଣ୍ଠ?

ଓନାରେ କହିବେନ- ବୁଡ଼ାବୁଡ଼ି ଦୁଇଗାରେ ଜାନି ଦୁନିୟାର ଥନ ଲହିୟା ଯାଯ ଖୋଦାତାଳା ।

କୃତ୍ରିମ ବିଶ୍ଵରେ ଚୋଥ ତୁଲେ ଚେଯେ ରହିମା ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,

-ଓହିଟା ଆବାର କେମନ କଥା ହଇଲ?

-ହ, ଖାଁଟି କଥା କହିଲାମ ବୁବୁ । ଦୁଇଟାର ଲାଠାଲାଠି ଚାଲାଚାଲି ଆର ଭାଲ୍ ଲାଗେ ନା ।

ବୁଡ୍ଡୋ ବାପ ତାର ଟେଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘ ମାନୁଷ; ମା ଛୋଟଖାଟୋ, କୁକୁରାନୋ । କିନ୍ତୁ ଦୁଜନେର ମୁଖେ ବିଷ; ଝାଗଡ଼ା-ଫ୍ୟାସାଦ ଲେଗେଇ ଆଛେ । ତବେ ଏକ-
ଏକଦିନ ଏମନ ଲାଗା ଲାଗେ ଯେ, ଖୁନାଖୁନି ହବାର ଜୋଗାଡ଼ । ଟେଙ୍ଗ ଲୋକଟି ତେଡ଼େ ଆସେ ବାରବାର, ସୁଣ ଧରା ହାଡ଼ କଡ଼କଡ଼ କରେ । ବୁଡ଼ି
ଓଦିକେ ନଡ଼େଚଢ଼େ ନା । ଏକ ଜାଯଗାଯ ବସେ ଥେକେ ମାଥା ଝାଁକିଯେ-ଝାଁକିଯେ ରାଜ୍ୟର ଗାଲାଗାଲ ଜୁଡ଼େ ଦେଇ ।

ଶୁନେ ହାସୁନିର ମାୟେର କାନ ଲାଲ ହେଁ ଓଠେ, ଆର ଆଁଚଲେ ମୁଖ ଲୁକିଯେ ହାସେ ।

ତାହେର-କାଦେର, ଆର କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ରତନ-ତାଦେର ବୁଦ୍ଧି-ବିବେଚନା ଥାକଲେଓ ତା ଆବାର ସ୍ଵାର୍ଥେର ଘୋରେ ଢାକା । ସାମାନ୍ୟ ହଲେଓ ବାପେର ଜମି
ଆଛେ, ସର ଆଛେ, ଲାଙ୍ଗଲ-ଗରଂ ଆଛେ । ତାର ଦିନଓ ଘନିଯେ ଏସେଛେ-ଆର ବର୍ଷାୟ ଟେକେ କିନା ସନ୍ଦେହ । ତାରା ଚୁପ କରେ ଶୋନେ ।





ଅନ୍ଧ କ୍ରୋଧେ କାପତେ କାପତେ ବୁଡ଼ୋ ବାପ ଏଗିଯେ ଆସେ । ଛେଲେଦେର ପାନେ ଚେଯେ ବଲେ,
-ହନ୍ତସ୍ କଥା, ହନ୍ତସ?

ଛେଲେରା ସମସ୍ତରେ ବଲେ,
ଠ୍ୟାଙ୍ଗ ବେଟିରେ, ଠ୍ୟାଙ୍ଗ ।

ସମର୍ଥନ ପେଯେ ବୁଡ଼ୋ ଚଳାନିଯେ ଦୌଡ଼େ ଆସେ । ତାହେର ଶେଷେ ଜମିଜୋତେର ମାୟା ଛେଡେ ବାପେର ହାତ ଧରେ ଫେଲେ । କାଦେର ବୋାୟ,
-ଥାକ, କଇବାର ଦେଓ । ଖୋଦାଇ ତାର ଶାନ୍ତି କରବୋ ।

ଜନ୍ମେର କଥା ନିଯେ ମାୟେର ଉତ୍ତର ଶୁଣେ ହାସୁନିର ମାୟେର କାନ ଲାଲ ହୁଯେ ଓଠେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଯା । ତାଇ ରହିମାକେ ଏସେ ବଲେ
କଥାଟା ।

-ହୁ ବୁଡ଼ାବୁଡ଼ି ଦୁଇଟାଇ ମରୁକ-ନୟ ଓନାରେ କନ, ଏର ଏକଟା ବିହିତ କରବାର ।

ହଠାତ୍ ସମବେଦନାୟ ରହିମାର ଚୋଥ ଛଲଛଲ କରେ ଓଠେ । ବଲେ,

-ତୁମି ଦୁଃଖ କରିଓ ନା ବିଟି । ଆମି କମୁନେ ।



ମେଯେଟାକେ ତାର ଭାଲୋଇ ଲାଗେ । ଦୁଃଖ ମେଯେ । ସ୍ଵାମୀ ମାରା ଘାବାର ପର ଥେକେ ବାପେର ବାଡ଼ିତେ ଆଛେ । ବାଡ଼ିତେ ତିନ ତିନଟେ ମର୍ଦ ଛେଲେ, ବସେ-ବସେ ଥାଯ । ଏକ ମୁଠୋର ମତୋ ଯେ-ଜମି, ସେ-ଜମିତେ ଓଦେର ପେଟ ଭରେ ନା । ତାଇ ଟାନାଟାନି, ଆଧ-ପେଟା ଖେଯେ ଦିନ ଗୁଜରାନ । ବସେ ବସେ ଅନ୍ନ ଧଂସ କରତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ ହାସୁନିର ମାଯେର । ସେ ତୋ ଏକା ନୟ, ତାର ହାସୁନିଓ ଆଛେ । ତାଇ ବାଡ଼ିତେ-ବାଡ଼ିତେ ଧାନ ଭାନେ । କିନ୍ତୁ କିଛୁ ଏକଟା ମୁଖ ଫୁଟେ ଚାଇତେ ଆବାର ଲଜ୍ଜାଯ ମରେ ଯାଯ ।

ରହିମା ବଲେ,

-ଶୁଣିବାଡ଼ିତେ ଯାଓନା କ୍ୟାନ?

-ଅରା ମନୁଷ୍ୟ ନା ।

-ନିକା କର ନା କ୍ୟାନ?

କରେକ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ଥେମେ ହାସୁନିର ମା ବଲେ, ଦିଲେ ଚାଯ ନା ବୁବୁ ।

ଜୀବନେ ତାର ଆର ସଖ ନେଇ । ତବେ ଗାଁଯେର ଆର ମାନୁଷେର ରକ୍ତ ତାରଓ ଦେହେ ବୟ ବଲେ ମାଠ ଭରେ ଧାନ ଫଳଲେ ଅନ୍ତରେ ତାର ରଂ ଧରେ । ବତୋର ଦିନେ ବାଡ଼ି-ବାଡ଼ି କାଜ କରେ ହାସୁନିର ମାଯେର କ୍ଳାନ୍ତି ନେଇ । ମୁଖେ ବରଞ୍ଚ ଚିକନାଇ-ଇ ଦେଖା ଦେଯ । ଏମନି କୋନୋ ଦିନେ ତାହେର ଖୋଶ ମେଜାଜେ ବଲେ,

-ଶରୀଲେ ରଂ ଧରଛେ କ୍ୟାନ, ନିକା କରବି ନାକି?

ବୁଡ଼ି ଆମେର ଆଁଟିର ମତୋ ମୁଖ୍ଟା ବାଡ଼ିଯେ ବଲେ,

-ଖାନକିର ବେଟି ନିକା କରବୋ ବଇଲାଇ ତୋ ମାନୁଷଟାରେ ଖାଇଛେ!

ମାନୁଷଟା ମାନେ ତାର ମୃତ ସ୍ଵାମୀ । ତାହେର କୌତୁକ ବୋଧ କରେ । ବଲେ, କ୍ୟାମନେ ଖାଇଛ୍ବୁ?

ହାସୁନିର ମାଯେର ଅନ୍ତର ତଥନ ଖୁଶିତେ ଟଲମଲ । କଥା ଗାଁୟେ ମାଖେ ନା । ହେସେ ବଲେ,-ଗିଲା ଖାଇଛି! ମା-ବୁଡ଼ି ଆଛେ ସାମନେ, ନଇଲେ ଗିଲେ



MCQ

দূরে ধানক্ষেত্রে ঘড় ওঠে, বন্যা আসে পথভোলা অন্ধ হাওয়ায়, দিগন্ত থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে আসে অফুরন্ত
চেউ। ধানক্ষেত্রের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে। আপন মনকেই ঠাট্টা করে বারবার শুধায়;
নিকা করবি ~~বাগি~~, নিকা করবি?

কিন্তু কাকে করে? ওই বাড়ির মানুকে পেলে করে কি? তেল-চকচকে জোয়ান কালো ছেলে। গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের
ক্ষেত্রে যেন চেউ ওঠে।

→ পরদিন তাহেরের বুড়ো বাপকে মজিদ দেকে পাঠায়। এলে বলে, তোমার বিবি কী কয়?

বুড়ো ইতস্তত করে, ঘাড় চুলকে এধার-ওধার চেয়ে আমতা-আমতা করে। মজিদ ধক্ষে ওঠে।

-কও না ক্যান?

ধরক খেয়ে ঢোক গিলে বুড়ো বলে,

-তা ভজুর ঘরের কথা আপনারে ক্যান্নে কই?

কতক্ষণ চুপ থেকে মজিদ ভারী গলায় বলে,

-আমি জানি কী কয়। কিন্তু তুমি কেমন মর্দ, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোন হেই কথা?

নিকা → ২য় স্থান শির্ষ

[৮৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত]